



2013

2013





୨ ୨୦୬

# রামবন্দু ইকুয়া

প্রভৃতি

ববিওয়ালাদিগের গৌত সংগ্রহ ।

“ ১৮৭৮ সালে, পূর্বে ~~বাবিওয়াল~~ কর

উদাসিনী, সাক্ষাৎ বা ~~বাবিওয়াল~~

আমার মাঝে ~~খাও~~ ।

ইকুয়াবুদ ।

CALCUTTA

PRINTED BY J. G. CHATTERJEE & Co.  
WILKINSON'S BUILDING, CHANDLER STREET, CALCUTTA.

1882

মূল্য ২০ আনা ১০ পাইসা

4266

রামবন্ধু।



শালিখা গ্রাম রামবন্ধুর জন্ম স্থান। রাম-  
বন্ধুর উপর প্রাচীন লোকদিগের যে প্রকার  
শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে তাঁহার রচনার প্রতি  
বিরোধি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আগা-  
দিগের কেবল উপহাসাস্পদ হইবার নজ্জা-  
রমা। তবে তাঁহার চরিত্রগত দোষের  
উল্লেখ করিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই যেহেতু  
রামবন্ধুর বিরহ ভক্ত প্রাচীন মহাশয়েরা  
শুভ্রকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যুবকগণ  
বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা নিধিতে  
পারে না !! সে বাছা হউক রাম বন্ধুর সম-  
কল জাত ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি বিবেচনা  
করিলে,

“যরের ধনু, কেলি গ্রান, পরের ধনুকে আঙুলে  
বেড়াও।



কি বসন্ত, কি বরষা, সতীকে  
সেইকি কিসি সাধুর আশা পূরায় । ”

আমি মনে রাখি। জন্য তাঁহাকে দোষ  
দেওয়া হয় না । রামবন্ধু কবিত্ব শক্তি  
ছিল, কলতঃ হরুঠাকুর ভিন্ন ইনি আরার  
সকলে কবিওলাদিগের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ

রামবন্ধু ৪২ বৎসর জন্ম জীবিত থাকিয়া  
বাক্যলঃ ১১৩৫ বিয়া ৩৩ সালে লোকান্তরিত  
হয়েন

রামবন্ধু ।

—o—

সপ্তমী ।

মহড়া

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে ।

গিরিরাজ । ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে ॥

নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, টকলাসে যাই বোলে,  
এসে বলতে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,  
উমা সব শুনেছে ।

তোমায় দেখতে পামাণী, আপানি ঈশানী,  
জামতে চেয়েছে ।

ভূমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,  
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ।

চিতেন ।

তার হারা হোয়ে, নয়নের তার হারা হোয়ে রই ।  
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই ॥  
আমার সেই হারা তারা, ত্রিভুগতের সারা,  
বিধি এনে মিলালে ।

উমা চন্দ্র বদনে, ডাক্ছে সঘনে, মা না মা বোলে ॥

উমা যত হেনে কর, ওতো হানি নয় হে,

যেন অভাগীর কপালে অনল জলে ।

স্মরণ।

ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি,

তাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে ।

তোমারো কি মনে, হোতা না হে সাধ,

হেরিতে উমার চন্দ্রাননে ।

চিতেন।

আশা বাকো আমার পাগ প্রাণ,

রহে বল কত দিন ।

দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারি হীন, যেন মীন ॥

বারে প্রাণ পাব দেখে, সঙ্কসরে তাকে,

অন্তে তো যেতে হয় ।

যেন মা হীনা কন্যা, তিন্ দিনের জন্যে,

এলো হে হিমালয় ॥

মুখে করি হাহারব, ছিলেন যেন শব হে,

গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে ॥



মহড়া ।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই ।

উমা অল্পপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, রাজ-  
রাজেশ্বর, হোয়েছেন জামাই ॥

শিবে এসে বলে মা, শিবের সে দিন আর  
এখন নাই ।

যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের  
কালে, সকলে দিলে পিঙ্কার ।

এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব, কুবের  
ভাণ্ডার ভার ॥

এখন স্থানানে মশানে, বেড়ার না মেনে,  
আনন্দ কাননে, ঘুড়াবার ঠাই ।

চিতেন ।

কিরে এলে গিরি টকল্যমে গিয়ে, তত্ত্ব  
না পাইয়ে যার ।

তোমার সেই উমা, এই এলো, মজে  
শিবো পরিবার ॥

এখন যন্ত্রণা এড়ানে, ওহে গিরিরাজ,  
গঞ্জনা দূরে গেলো ।

আমার মা টক, মা টক, বোলে উমা ঐ,  
ব্যাগ্রা হোয়ে দাঁড়ালো ॥

বলে, তোমার আশীর্বাদে, আছি মা ভাল,  
ছুখিনীরো ছুখো ভাবতে হবে নাই ।

অনুরা ।

হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে রোক্,  
সদাই হোতো মনে ।

ভিখারির ভাগ্যে, গোড়েছেন দুর্গে,  
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ॥  
দুহিতার সুখো শুনিলে গিরি, যে সখো  
হয় আমার ।

আছে যার কন্যা, সেই জানে, অন্য কি  
জানিবে আর ।

মনি পথিকে কেউ বলে ; ওগো উমার মা,  
উমা ভাল আছে হোঁচর ।

যেন করে স্বর্গ পাই, অগ্নি ধৈয়ে বাই,  
আনন্দে হোয়ে বিভোর ॥

শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ,  
আনন্দে আগনি আপনা ভুলে বাই ॥

অনুরা ।

এই খেদ হয়, সকল্ লোকে কর,  
শ্মশানবসী মৃত্যুঞ্জয় ।

যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে, সে দুর্গের  
দুর্গতি একি প্রাণে সর ॥

চিভেন ।

তুমি যে করেছ আমার গিরিরাজ,  
কত দিন কত কথা ।  
সে কথা, আছে শেল সম, নম হৃদয়ে গাঁথা ॥  
আমার লব্ধাদর নাকি উদরের জ্বালায়,  
কেঁদে কেঁদে বেড়াতে ।  
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ভিক, সোনারো কার্তিক,  
ধূলার পোড়ে লুটাতো ॥  
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা, আমি  
এখন অন্ত অনেককে বিলাই ।



মহড়া ।

কও দেখি উমা, কেননু ছিলে মা,  
ভিখারি হরের ঘরে ।  
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,  
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা কোরে ॥  
শুনে জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে ॥  
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গ নরনী,  
কনক বরণী তারা ।  
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,  
গিরে জটা বাকোল পরা ।

আমি লোক মুখে শুনি, কেলে দিয়ে মনি,  
কনি ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে ।

চিহ্নিত ।

গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্র রাণী,  
ককণা বচনে কয় ।  
উমা মা আমার, সুরণ লতা,  
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥  
মরি জামাতার খেদে, তোমারে বিচ্ছেদে,  
প্রাণ কাঁদে দিবেনিশি ।  
আমি অচল্‌নারী, চলিতে নারি,  
পারিনে যে, দেখে আমি ॥  
আছি জীবনমৃত হোয়ে, আশাপথ চেয়ে,  
তোমার না হেরিয়ে নয়ন ধোরে ।

অন্তরা ।

মরি, ছি ছি ছি, একি কবার কথা,  
শুনে লাজে মোরে বাই ।  
তোমা হেন গৌরী, দিরেছেন গিরি,  
ভুজঙ্গতে বার ভর নাই ॥  
মাথে অঙ্গেতে ছাই ।

চিহ্নিত ।

---

তুমি সব মঙ্গলা, অকুলের তেলা,

কুলে এনে দিতে পারো ।

দেখে খেদে কাটে বুক, তোমার এত দুখ

সে তুখো-যুচাতে নারো ॥ (অসম্পূর্ণ)



মহড়া ।

ওহে গিরি গা তোল হে, মা এলেন্ হিমালয় ।

উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে,

যুখে বল জয় জয় দুর্গা জয় ॥

কন্যা পুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তায় তাম্বল্য, করা নয় ।

আঁচল ধোরে তারা ।

বলে ছিমা, কিমা, মাগো, ওমো,

না বাপের কি এমনি ধারা ।

গিরি তুমি যে অগতি, বুঝেনা পার্বতী,

প্রস্থতির অখ্যাতি জগদয় ॥

চিতেন ।

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুন্দর

এলো হে, সেই আমার তারা ধন ॥

দাঁড়িয়ে ছুরারে ।

বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার,

সেও দেখা দুখিরাইরে ॥



অম্নি দু বাহু পশারি, উমা কোলে করি,  
আমন্মেতে আমি আমি নর ॥

অন্তরা ।

মা হওয়া যত জ্বালা ।  
ষাদের মা বলবার আছে, তারাই জানে,  
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম ব্যথা পাই.  
কর্ম শূত্রে সদা মেহে টানে ॥

চিঁতেন ।

তোমাংরে কেউ কিছু বলবে না,  
দেখে দাকণ পাখান ।  
আমার লোক গঞ্জনার যায় প্রাণ ॥  
তোমার তো নাই মেহ ।  
একবার ধরো ধরো, কোলে করো,  
পবিত্র হোক পাখান দেহ ॥  
আহা এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা ধরে,  
তিন্ দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয় ॥

## সখীসংবাদ

বহড়া ।

মান কোরে মান রাখতে পারিলে

আমি যে দিগে ফিরে চাই, সেই দিগেই  
দেখতে পাই, সজল আঁখি জলধর বরণে ।

অতএব অভিমান মনে করিনে ॥

আমি কৃষ্ণ প্রাণা রাধা,  
কৃষ্ণ প্রেমভোরে প্রাণ নীধা,  
হেরি ঐ কালো রূপ সদা,  
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে,  
বহে প্রেম ধারা তুলসনে ॥

### চিভেন

যদি ওগো হৃদয়ে ত্রিগোবিন্দে, করি মান্ ।  
রাখি মনকে বেঁধে, শ্যামের খেদে কেঁদে উঠে প্রাণ ।  
শ্যামকে হের'ব না আর সখী ।  
নোলে চক্ষু মুদে থাকি ॥  
সে রূপ অন্তরেতে দেখি । কুঁতাঞ্জলি, বনমালি,  
বলে স্থান দিও রাই চরণে ॥ (অসম্পূর্ণ)

### মহড়া ।

শ্যাম কাল মান কোরে গ্যাছে, কেমন আছে,  
দূতি দেখে আয় ।  
কোরে আমা'রে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,  
হোরে বঞ্চিতে, মরি হরি প্রেমের দায় ।

ছিলে আমার মন ছিলেছে,

আগে বুঝে মন দূরে থেকে, চোখে দেখে গো,  
কর' কি, না কর' কথা তেকে ॥

যদি কাতরে কথা কর, তবে নর' অগ্রণয়,  
অমনি সেধো গো ধোরে ছুটি রাঙ্গা পায় ॥

চিহ্নিত ।

সাধু কোরে ফোরেছিলেন দুর্জয় মান,  
শ্যামের তার হোলো অপমান,  
শ্যামকে সাধুলেম না, ফিরে চাইলেম না,  
কথা কইলেম না, রেখে মান ॥

রূপ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,  
পড়ে পাছে চন্দ্রবলীর নব রাগে ॥

ছিল পূর্বের যে পূর্বরাগ, আবার এক অপূর্ব রাগ,  
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আঁকর ভুলে যায় ॥

অনুরা ।

যার মানের মানে আমার মানে, সে না মানে,  
তবে কি কর'বে এ মানে ।  
মাধবের কঁতি মান, না হয় তাঁর পরিমান,  
মানিনী হয়েছি যার মানে ॥

চিহ্নিত ।

যে পক্ষে স্বপ্ন বাড়ি অভিমানে, সেই পক্ষে  
রাখতে হয় সম্মান ।

রাখতে শ্যামের মান, গেল গেল মান,  
 আমার কিসের মান, অপমান ॥  
 এখন মানান্তে প্রাণে জ্বলে; জ্বলে জ্বলে গো।  
 জুড়াবে কি অন্য জনধরের জ্বলে ।  
 আমার সেই কালো জনধর, হলো অজ্ঞ স্বতন্ত্র,  
 রাখে চাতকী করে দেখে প্রাণ জুড়ায় ।

মহড়া ।

এত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি, এসেছে  
 শ্রীমতীর কুঞ্জে ।  
 গুণো গুণো, স্বরে কেনো, অলি শ্রীরাধার  
 শ্রীপদে ভুঞ্জে ॥  
 কুণ্ড বই, কে আর বসতে পারে নই,  
 শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে ।  
 জানি শ্রীমুখে বোলেছেন শ্রীকান্ত ।  
 গীতা ... মধ্যো, তিনি ঋতুর মধ্যো বসন্ত ॥  
 আরো পতঙ্গেরি মধ্যো, কুণ্ড ভৃঙ্গরাজ,  
 নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে ।

চিহ্নেন ।

কলস্তু আনিতো গোপিকার, কেন প্রাণ জুড়ালো ।  
 জলি হয়, ঋতু নয়, নয়াময় মাধব এলো ॥

দেখ তমালে কোকিলে বোসে ঐ ।

মনের আনন্দে, জীগোবিন্দে, ডাকিতেছে সই ॥

আরো কমলিনীর কমল চরণে ধারে,

সুখে গানো করে অলিপুঞ্জে ।

( অসম্পূর্ণ )

(\*) মহড়া ।

আছে ঋৎ নে পথে বোসে, কে রমণী সে,  
শ্যাম কি ধারো কিছু তার ।

হোরে আমাদের ভুপতি, ওহে যত্নপতি,

কোটালি কোরে ছিলে কোন রাজার ॥

প্রেমধার ধার তুমি কার,

খতে মেথা রোয়েছে ওহে জীহরি ।

খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন জীরাধাপারী ।

মনে আভঙ্গ করি ঐ, ত্রিভঙ্গ শুন কই,

তোমা বই, ঢেরা সই আর হবে কার ।

চিহ্নে

ওহে গোবিন্দ মনে মনে হোতেছে,

দিয়েছ দাসখৎ তুমি কোন রমণীর কাছে,

( অসম্পূর্ণ )

মহড়া ।

ওহে একালো, উজ্জলো, বরণো,  
 দু'মি কোথা পেলো ।  
 বিরলে বিধি কি নির্মিলে ॥  
 যে বলে সে বলে, বলুকো কালো ।  
 আমার নয়নে লেগেছে ভাল,  
 দামা হোলে শ্যামা বলিতাম তোমার,  
 পুঞ্জিতাম জবা বিলুদলে ।

চিতেন ।

আরোতো আছে হে, অনেকো কালো,  
 এ কালো নহে তেমন ।  
 জগতের মনোরঞ্জন ।  
 না মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা,  
 মাধে কি শরণো, লয়েছে রাধা,  
 জনমের মত ঐ কালো চরণে, বিকায়েছি,  
 সে বিনি মূলে ।

অস্তুরা ।

ওহে শ্যান, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো,  
 আমার এইত জ্ঞান ছিল ।  
 সে কালোর কালঙ্ক গেলহে ক্লর,

তোমাতে হেরে কালো ।  
 এখনো বুঝিলাম কালোরো বাড়ি,  
 সুন্দরো নাহিক আর ।  
 কালো রূপ জগতের সার ।  
 ত্রিলোকে এমন আর, নাহিকে। হেরি,  
 ও রূপের তুলনা কি দিবহরি ।  
 কালো রূপে আলো করেছে সদা,  
 মোহিতো হয়েছে সকলে ॥

একো কালো জানি কোকিলো,  
 আরো ভ্রমরার কালো বরণ !  
 আরো কালো আছে, জলো কালিন্দীর,  
 কালোতো তমালো বন ।  
 চিতেন ।

আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,  
 ছিলহে দৃষ্টান্ত স্থল,  
 কালোতো নীলকমল ।  
 সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে,  
 প্রেমোদয়, অক্ষয়, কারে বা ভেবে ।  
 তোমাতে মতনো, চিকণো কালো,  
 না দেখি ভুবন মণ্ডলে ॥

---

মহড়া ।

জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখগো সখি,  
 কি হেলে হিল্লোলেতে ।  
 পারিলে স্থির নির্ণয় করিতে ।  
 শামলো কমলো ফুটেছে বুঝি, নির্মলো<sup>৫</sup>  
 লুনা জলেতে ।

চিত্তেন ।

নিতি নিতি লই এই, নহুনার জল সখি ।  
 ল দেখো কি, আজ একি দেখ দেখি ॥  
 জলে কি এমনো, দেখেছো কখনো,  
 ল দেখি ওগো ললিতে ।

অন্তরা ।

সই দেখ দেখি গোভা, কিসের ভাভা,  
 জলে মাঝেতে ।  
 গুটিত তমালো, রক্ষ যারে কালো,  
 যারা কি ইথে ।

চিত্তেন ।

যারো সখি, কালোচাঁদ কি আছে ।  
 ন মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে ॥



বল দেখি সখি, কালচাঁদ কি, উদয় হয়,  
দিবসেতে ॥

মহড়া ।

ওগো, চিনেছি, চিনেছি, চরণ দেখে,  
ঐ রটে সেই কালিয়ে ।  
চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হোয়ে ।  
যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়,  
ডাকে কলহিণী বলিয়ে ।

চিতেন ।

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো, ঐ বই ।  
রূপ কি অপরূপ, রসকূপ, আমারি মই ॥  
কূলে শীলে কালি দিয়েছি আমি,  
কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে ॥

(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া ।

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুলনা ।  
আমি কালো ভালবাসি বোলে, আমার ভাল  
কেউ বাসে না ।  
আমারে জীচরণে ঠেলনা ।

নাহি কোন সম্পদে আমার, কেবল দিবেনিশি  
এ ভাবনা।

চিಂತন ।

আমি তব লাগি, সর্বভাগি, হোলেম  
কালচাঁদ ।

রটালে গোকুলে, কাল পরিবাদ ॥

আমায় যে আমার বলে শ্যাম,

এমন দুখের দোশর কোই মেলেনা ॥

(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া ।

কেন আজ কেন্দে গেল বংশিদারী ।

বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়, নাথের কালচাঁদকে  
কি বোলেছে ব্রজকিশোরী ॥

চিন্তন ।

রাধাকুঞ্জে দারী হোয়েছিল গোপিকায় ।

শ্যামের দশা দেখে এলেন রাই, সুধাই গো তোমায় ॥

মণিহারা ফণিপ্রায় মাধব তোমার,

প্রিয়দাসী বোলে, বদন তুলে,

চাইলে না একবার ॥

শ্রুত্থে শ্রীরাধা নাম, গলে পীতবাস,

দেখে মুখে, কাটে বুকো, আমারি মরি ॥

(অসম্পূর্ণ)।

—  
মহড়া।

দ্বারী একবার বল্ তোদের কুম্ভ রাজার সাক্ষাতে ।  
গোপিনী, কুম্ভতাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্বে বোলৈ,  
আছে বোসে রাজ পথে ।

এসেছি আমরা অনেক তুংখেতে ॥

তোদের রাজা নাকি দয়াময়,  
কুখিনীর তুং দেখ্লে, দেখ্বে কেমন দয়। হয় ।  
ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ,  
প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে ।

চিহ্নেন ।

হৃদয়ে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্তরা, রাজ্ দ্বারে  
দাঁড়ায়ে কর ।

মধুর রাজ্যের অধিপতি কুম্ভ, শুনে তাহিতে এলেম  
কংসালয় ।

মনে অন্য অভিলাষে নাই ।

ব্রাহ্মণ রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই ॥  
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্র গতি, বিনতি করি  
ধরি করেছে ।

অন্তরা ।

তাই এত তোর বিনয় কোরে বলি ।  
 বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী ।  
 তাই এত তোর বিনয় কোরে বলি,  
 দংশিরে পলায়েছে কালিয়ে কালো বরণ ফণি,  
 আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি ॥

চিঠেন ।

বিবে না মানে জলসার, হয়েছে যে রাধার,  
 আর ত না দেখি উপায় ।  
 মণিমন্ত্র জানে তোদের রাজা দ্বারী,  
 তাই যে এলেম্ মথুরায় ।  
 এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়,  
 রাজার দৃষ্টিমাত্রে সে বিবো নির্ঝিষো হয়,  
 কৃষ্ণ প্রেমের বিবে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ বিবে,  
 ব্রজাণ্ড ঐবধো নাই হুড়াতে ॥

মহড়া ।

নটবর কে গো মণি ।  
 তার নাম্ জামিনে, কালো বরণ,  
 ভলি বাঁকা, বাঁকা অঁখি ॥

বাই যদি যমুনার জলে, সে কাল কদম্ব তলে,  
হাসি হাসি, বাজায় বাঁশী, বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি ।

চিতেম ।

ভুবনমোহন ভঙ্গি অতি চমৎকার । .

সে যে মন্থত মন্থত রূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার ॥

চাইলে সে চাঁদ বদন পানে,

নারীর প্রাণ কি ঈর্ষ্যা মানে, একবার হেরে মরি প্রাণে

প্রোমে ঝোরে দুটি অঁাখি ॥

(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া ।

ওহে বাঁকা বংশীধারি ।

ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা, কুবুজা নারী ॥

বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব, নাহি চাতুরী ।

রাধা সে সরলা রমণী,

ভুমি নিজের বাঁকা আপনি ।

মথুরা নগরী পেরে, হরি কিরিছ চক্র করি ।

(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া ।

দেখব কেমন সন্দরী কুবুজা ।

তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা, সে,  
নূতন রাণী যে হোয়েছে বাঁকা কি সোজা ॥

( ইহার দ্বিতীয় গান । )

মহড়া ।

সময় গুণে এই দশা হয়েছে ।  
ছিল দাসী যে, হোস রাণী সে,  
রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে ।  
সরমে মরমে মরি, কব কার কাছে,  
যেজন অঁথির আড়্ হোতো না,  
তারে দেখতে এসে এত লাঞ্ছনা ।  
সামরা পথে বনে কাঁদি আজ্, এমন কত কান্না  
তোদের রাজা কেঁদেছে ॥

চিঁতেন ।

কপাল মন্দ দ্বারি হে, কৃষকের নিন্দে করা নয় ।  
দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধু লোকে মন্দ কর,  
রাধার চরণে যার লেখা নাম,  
এখন তোদের পায় ধরায় সে শ্যাম ।  
ভাবতে বল্গে যা তোদের রাজাকে,  
এমন অভিমান কতবার ভিক্ষে লয়েছে ॥

অন্তরা ।

কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে, অঙ্গ ভেসে যায়

রাধা রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,

কাঁদিতোছে দরজায় ॥

এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী, যে নয় ॥

পেয়ে কাঞ্চালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়,

আমরা দয়ালু রাজ্যে বাস করি,

চাইলে উল্টে ভিক্ষে দে যেতে পারি,

মনে করতে বল তোদের রাজ্যকে,

যুঝি আপনার সে দীনতা ভুলে গিয়েছে ॥

মহড়া ।

শ্রীরাধার বনে পরিহরি কোথা হে হরি ।

লুকানে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ হরি ।

এনে বনে কুলো হরি, কে জানে বধিবে হরি,

হরি ভয় কি মনে করি, মরি বোনে হরি হরি ॥

চিভেন ।

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস ।

বনমালি, বন কেলি, করিলে নিরাশ ॥

না জানি কি অপরাধে, তেজিলে দুঃখিনী রাধে,

সাধে সাধে স্মৃথো সাধে, গেলে হে বিষাদো করি ॥

নহড়া ।

জলে জলে, কে, গো সখি ।

অপরূপো রূপো দেখি, দেখো মই নিরখি ॥

রূপের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,

নারা কোরে ছারা রূপে সে কালো এসেছি কি ।

চিহ্নে ।

আচরিতে জ্বালো কেন, যমুনারি জল ।

দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল ॥

তীরের ছায়া নীরে মেগে হোল বা এমন,

স্বকিতে দেখিতে আমার, জুড়ালো দুটি জাঁখি ॥

অন্তরা ।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে ।

এগো ললিতে ।

না দেখি এমনো রূপো, বারি মাঝেতে ।

চিহ্নে ।

আজু সখি একি রূপো নিরখিনাম্ হায় ।

নীর মাঝে ঘেম স্থির সৌদামিনী প্রায় ॥

চেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী,

দরশনে দাগা দিলে হইবে মই পাতকি ॥

অন্তরা ।

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো মই,



ওগো প্রাণ সহী ।

নিরাধি নির্মল জলে, অনিমিষে রই ॥

চি্তেন ।

কত শত অনুভব, হয় তাবিয়ে ।

শশি কি ডুবিল জলে রাহুরো ভয়ে ॥

আবার ভাবি, সে যে শশি কৃষ্ণ বান্ধব,

হৃদয় কমলো কেন, তা দেখে হবে সুখী ॥

মহড়া ।

কে হে সে জম, নারী দ্বারে করিছে রোদন ।

কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন ॥

আমরি মরি, কি রূপের মাধুরী ।

সুধাইলে শুধুই বলে, বসতি গ্রীহন্দাবন ॥

চি্তেন ।

দ্বারী কহে গ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে বহুরায়,

দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদিই তোমায় ।

ভূখিনীর আকার, রমণী কোথাকার ॥

কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন ॥

(অসম্পূর্ণ ॥)

মহড়া

ওগো মলিতেগো, তোরা দেখে যাগো,

রাই কেন এমন হোলো ।

কইতে কইতে ক্লক কথা, এলো থেলো স্বর্ণলতা,  
কোথা ক্লক ক্লক বোলল আছে কি মোলো ॥

ইহার পাল্টা গীতের মহড়া ।

ডুবে শ্যাম সাগরে, যদি প্যারী মরে,  
রাই বধের ভাগী কে হবে ।  
ধরাধরি কোরে তোলো, মুখে ক্লক ক্লক বলো,  
হরি-ধনি শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে ॥

মহড়া ।

রাধার মান-তরঙ্গে কি রঙ্গ ।  
কমল ভাসে, কুমুদ হাসে, প্রমোদ রসে,  
ডুবেছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ ॥  
( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

ভঙ্গি বাঁকা যার, সেই কি বাঁকা শ্যামে পার ।  
আমরা সোজা মন পেয়ে সই, ক্লকের মন পেলেম কই,  
মিললো সেই বাঁকার বাঁকা কুবুজার ॥  
( অসম্পূর্ণ । )

বিরহ ।

মহড়া ।

বসন্তেরে সুধাও, ও সুখি ।

আমার নাথেরো মজল কি ॥

নিরীসে নিদ্রা নাথো, আসিবে নাকি,

তার অভাবে ভেবে তমুক্ষীণ ।

দিনে শতবার গণি দিন ॥

আসারো আশারে আছি, আশাপথো নিরখি ॥

চিতেন ।

প্রাণেনাথো যেদেশে আসার, করিছে বিহার ।

এ খতু রাজার, তথা অধিকার ॥

তার শুভ সংবাদ যত ।

সকল জ্ঞানে বসন্ত ।

সুমজল কথা তারো, শুনালে হব সুখি ॥

অন্তরা ।

হায়! কাল আসিব বোলে নাথো করেছ গমন ।

ভাগ্যকুণে যদি, হোলো সে মিথ্যাবাদি,

চারি কি এখন ॥

চিঁতেন ।

সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না কোরে ।  
 আমি কেমনে ভুলিব তারে ॥  
 পতি, গতি, যুক্তি অবলার ।  
 মুখমোক্ষ সেই গো আমার ।  
 তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি ।

মহড়া ।

অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন ।  
 ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্জন ।  
 হর কোণে যার তনু হরেছে দাহন ।  
 সে দহিছে বিনে প্রানো নাথ ।  
 কর হীনে করে করামাত্ ।  
 এ সব লাঞ্ছনা হতে বরঞ্চ ভাল মরণ ॥

চিঁতেন ।

প্রাণোনাথো বিদেশে গমন, করিল যখন ।  
 পিছে পিছে তার, গ্যাছে আমার মন ॥  
 সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ ।  
 বসন্তে হোতেছে অপমান ।  
 জীবন রয়েছে বোলে, হোতেছিগো আলাতন ॥

মহড়া ।

যৌবন জনমের মত যায় ।  
সেতো আসাপথো নাহি চায় ॥  
কি দিয়ে গো প্রণু সখি, রাখিব উহার ॥  
জীবন যৌবন গেলে আর ।  
ফিরে নাহি আসে পুনর্বার ॥  
বাচিতেও বসন্ত পাব, কাস্ত পাব পুনরায় ॥

চিতেন ।

গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল ।  
কালে হোল কাল্ এ যৌবন কাল ॥  
কাল পূর্ণ হোলে রবে না ।  
প্রবোধে প্রবোধ মানে না ।  
আনি যেন রহিলান, তারো আসারো আশায় ।

অন্তরা ।

হায় যোলকলা পূর্ণ হোলো যৌবনে আহার ।  
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিকলেতে যায় ।

অন্তরা ।

ক্লম পক্ষ প্রতিপদে হয় শীতিলতা ক্ষয় ।  
শুরুপক্ষ হয়, পুন পূর্ণোদয় ॥

যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয় ।  
কোটি কল্পে পূন নাহি হয় ॥  
যে যাবে সে যাবে হবে, অগস্ত্য গমন প্রায় ॥

—  
মহড়া ।

এই বড় ভয় আমারো মর্মে ।  
পাছে কুলো যায়, না পাই প্রেম ধন,  
শেষে হাসবে শত্রু গণে ।  
পীরিতের রীতি আমি, কিছু জানিমে ।  
প্রেম সুখা আশ্বাদন ।  
সদা করিতে চাছে পোড়া গন ॥  
নাহি জেনে মস্ত্র নাথো, দিব হাতো ফণির বদনে ।  
( অথবা ) বিচ্ছেদ কণ্টক আছে, ফুটে পাছে,  
কোমল চরণে ॥

চিত্তেন ।

সাধে কি কলঙ্ক ভয়ে ভঙ্গ দিতেছিাই ।  
সুখ আশে, মোজে শেষে, কুল বা হারাই ॥  
একে তবণো তরি, তার ভূমিহে নব কাঙারী ।  
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো, দেখো বেন ডুবে মরিনে ॥  
অসম্পূর্ণ ।

## মহড়া

তোরে ভাল বেসে ছিলাম বোলে কিসে খেঁস,  
আমার দুকুল মজালি ।

ভ্রমাস না যেতে, দাকণ বিচ্ছেদের হাতে,

সঁপে দিয়ে আমার কৈলে পলালি ।

সই কিসে, বিচ্ছেদ বিধে, জ্বলি তাই বলি ।

আমি মাঝে কি বিষাদে রোয়েছি ।

কোরে না বুঝে লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ,

বলি কাকৈ, চোখে দেখে ঠেকেছি ।

হেমম মৎস্য মাংস ভোগী, হোয়েছিল জ্বরু কী,

তুই কি আমার ভাগ্যে এখন সেইটে গটালি ।

চিতেন ।

পীরিতে মজিয়ে চির দিন রব, প্রাণ জুড়াবে,  
ছিল দাসনা ।

ত্রি রাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা ॥

আমি তুরি জনে, হলেন পরের বশ ।

আগে মান্ খোয়ালেন, কুল মজালেন,

দেশ বিদেশে অপমান্ আর অপবন ।

আগে দেখ্ রে বাড়াবাড়ি, কল্লি ছাড়ছাড়ি তুই,

আমার মাথার তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি ।

## মহড়া ।

পতি বিনে সই, সতীর মান কই, আর থাকে ।  
 হায় আমি যেম হলেম সতী, বিপক্ষ তায় রতিপতি,  
 নারী হোয়ে কি কর্ব তার, শিব ডরখতেন্ যাকে ।  
 আমার হোলো যার মানে মান, সে কই মান্ রাখে ।  
 ছি ছি কি লজ্জা আইগো আই ।  
 অন্য দিনের কথা দূরে থাক্, সর্বনেশের পর্ককটা  
 মনে নাই ।  
 হোলেম পতির পরিতোজো, থাক্তে দেয় না  
 রাজো সই, আবার রাজার মঙ্গিল কালো  
 কোকিল ডাকে ।

## চিতেন ।

পতি পরহতা, ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয় ।  
 একাক্স হোলে দুজনার, তবেই ধর্ম রয় ॥  
 হোলো তায় আমার সম্বন্ধ ।  
 নামে ভার্য্যে, কাষে তাজ্যা সই, লোকেয়  
 যেমন নদী চড়ার সম্বন্ধ ।  
 আমার তাজিল দেখে তার, দয়া হবে বল কার,  
 আমার পতি দত্ত জালা, জুড়ায়ে কে ।



কতুরা ।

হাস আমাব একথা, তরুণা, সত্যবাদী পাঁঃ  
আমার ।

আমি আশা দিযে, গেল মন তলে দুঃখের  
পাওয়া ভাব ।

চিঠোন ।

কুলে বসি তোরে ওশো মই, মনে হান্য হই ।  
কত হব গো বহুদী তোমায়, অনন্ত বিদ্রোহী ।  
দামার দিক্ দিক্ বোলনে ।  
কাননের নৃশুম যেমন মই, ফুটে আনন্দ লুপায়ৈ নহ  
কাননে ।

আমায় পেয়ে কুল মারী, বধে সারি সারি মই,  
যেমন কক টেমলা বেড়া চানি দিকে ॥

মহড়া ।

প্রাণ বোলনা প্রাণ ।  
ছি ছি হাস্বে লোকে, আমার পাকে,  
তবে খেবে অপমান ।  
যারে প্রাণ মঁপেছ, সেই প্রাণ,

আমায় কোরে অন্তরের অন্তর, যারে অন্তরে  
দিয়েছ স্থান ॥

চিতেন ।

নৃতন যারা, তোমার তারা, ময়নের তারা ।  
যে জন স্থলে ভুল, ছুটি জাঁথির শূল,  
কেন তায় আদর করা ।  
তোজা ধনের বাড়িয়ে সম্মান, কর পূজা ধনের  
অপমান ॥

অন্তরা ।

যথায় তব মব ভাব, যারে প্রাণ বল, তার মুখ ।  
আমায় কেন, বোলে প্রাণ, বাড়িও দ্বিগুণ দুখ ॥

চিতেন ।

ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, গিয়াছে সে দিন ।  
এখন হলেন প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ,  
কিন্তু কর্মে ফল হীন ॥  
চোখের দেখা, মুখের আত্মীপন, হোলো সেই  
লক্ষ লাভ জ্ঞান ।

মহড়া।

যদি আমার নাই ঘরে।

মদন কর দিব কি তোমার করে।

তুমি শূন্য রাজা তুমি, পতি শূন্য সতী আমি,

আমার স্বামী গৃহ শূন্য, কাল কাটালেন পরে পরে।

সর সর, পঞ্চশর হে, ডর করিনে তোমারে।

আমার জীবন শূন্য এ জীবন।

কত রাজহে, শূন্য গৃহে, সৈন্য লোয়ে কি কারণ।

(অসম্পূর্ণ।)

মহড়া।

সব জ্বালা জুড়ালো।

আমার প্রবাসী নিবাসে এলো।

তুমি পেলো তোমার প্রজা, আমি পেলেম আমার

রাজা, এখন তুমি মদন রাজা, কার কাছে কর

লবে বলো।

(অসম্পূর্ণ।)

সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে, এই কি সেই আসি

সুখে আশে, দুখে ভাসে, ঈধু তোমারে  
প্রাণ প্রেরসী ।

বল কেমন পেয়েছিলে, নব রূপসী ।

সে আশাতে যদি বশ হোলে রসময় ।

আশা দিয়ে আমারে যাওয়া উচিত নয় ॥

আসা পথ চেয়ে আমি, ময়নো নীরে ভাসি ।

চিতেন ।

এসো এসো এসো দেখি, প্রাণ একি দেখি  
স্বপ্নকার ।

পূর্ণরূপ আগমন হইল তোমার ॥

শিশি সঙ্কে তুমি প্রাণ করিলে গমন ।

স্বপ্ন সঙ্কে পুন এসে দিলে দরশন ।

আমারে বঞ্ছনা কোরে, কোথা পোহালে নিশি ।

(অসম্পূর্ণ ।)

বহড়া ।

প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি ।

নিঃসঙ্গ মনোভঞ্নে, আমি জ্বলব বই আর বলব কি ।

বক দিনের আলাপ কোলে আদরে ডাকি ।

দম আছি তুমি প্রাণ, গুনি অবশে ।

প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ ভ্রম তোমার বলিলে ।  
কল হীন যুদ্ধের কাছে, সাধলে কাঁদলে  
ফলবে কি ।

চিভেন ।

আমার বোলে, আমার ছোলে, প্রাণ দিলে  
পরেরি করে ।  
মি বন্ধি হোয়ে আছ তার. প্রেমেরি ভোরে ।

...  
বিবস যুদ্ধের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী ।

অন্তরা ।

তুমি ছিলে যখন আত্মবশে রসে যুড়াতে ।  
পরের হোয়ে আর কি এখন পার তুলাতে ।  
আমার বা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ ।  
রাহু প্রান্ত শশী যেমন, তেমনি হয়েছ ॥  
সন্ধি যোগে সে শশির স্থিতি দণ্ড নয় ।  
সজা হোলে তোনার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয় ॥  
সারা নিশি, সর্বপ্রাসী, দিলে ও চাঁদ বুখ দেখি ।

মহড়া ।

রমণী হোয়ে রমণীরে, রতি মজালে ।

তারো মৃত পতি, কেনে বাঁচালে ॥

বিবাহিণীর দুখ ঘটালে ।

পতি পতি দেয় যন্ত্রণা, আমার পতি তা বুঝে না ।

আমি একা, সে অদেখা, শত্রু বুঝাব কি বোলে ।

চিতেন ।

অনঙ্গ সে অঙ্গ দহে, একি প্রাণে সর ।

একবার মনে করি, ভয়ে তজ্জ্ব মৃত্যুপ্রায় ॥

দ্রাবার ভাবি তায় কি হবে ।

বিত্তো পতি বাঁচাবে ।

একবার মদন, হোয়ে নিধন, নারীর গুণে জীবন  
পেলে ।

অন্তরা ।

মরি কি তার গুণের পতি । কি গুণে বাঁচালে  
রতি ।

অসর্তারে সুখী কোরে, সতীর করে দুর্গতি ।

(অসম্পূর্ণ ।)

পাল্টা গীত ।

মহড়া ।

রতি কি তারো নিজ পতি, করে না দমন ।

পেয়ে পর-নারী, মজালে মদন ॥

নির্বিবেকি নারী সে কেমন ।

আমরা নিজ পতি জনে । চাইতে না দিই কারো  
পানে ।

সে কেমনে, পতিবনে, পরে সোপে, ধরে জীবন ।

চিতেন ।

বসন্ত গামন্ত আদি বাড়িল রক্ত ।

বিরহি যুবতীর অঙ্গ, দহে অনঙ্গ ।

মত কোকিলে কুহরে । তত স্থানে পঞ্চ শরে ।

অনলায়ে, প্রাণে মারে; মার শরে, করে দাহন ।

অন্তরা ।

রুতি যদি পতিব্রতা, সে কোথা তার পতি  
কোথা ।

তবে কেন, পঞ্চবাণ, ফেরে গো আগাদের  
হেথা ।

( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

মনে টেরল সই মনের বেদনা ।

প্রবাসে, যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি,  
বলা হোল না ।

শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না ।  
 যদি নারী হোয়ে সাধিতাম্ তাকে ।  
 নিলজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে ।  
 সখি দ্বিধা থাক্ আমারে, দ্বিধা সে বিধাতারে,  
 নারী জনম যেন করে না ।

চিহ্নিত ।

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল  
 বদন্ত এলো ।  
 এ সময় প্রাণ লাগে, প্রবাসে গেল ।  
 যখন হাসি হাসি, সে আসি বসে ।  
 সে হাসি, দেখে ভাসি, নরনের জলে ॥  
 তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন্ চায় ধরিতে,  
 লজ্জা বলে ছি ছি ধোরো না ।

অন্তরা ।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি ।  
 অমাসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি ।  
 একি সখি হোল বিপরীত, রেখে  
 লজ্জার সন্ধান ।  
 মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ ॥  
 (অসম্পূর্ণ ।)



মহড়া ।

বাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয় ।  
থেকে দেশান্তর, মহে নিরন্তর, তারে নিন্দে  
করি পাছে পতিনিন্দে হয় ।  
আমি মরি সহচরি করিনে সে ভয় ।  
দেখ আমি মোলে কত শত মিলবে তার ।  
সখি সে বিনে, কে, আছে গো আমার ॥  
আমায় তেজিলে তেজিতে পারে, কে ছুটিবে তারে  
নই, আমার পূজ্য ধন বহিত তাজা ধন নয় ॥

চিহ্নঃ

গেল গেল, কুলো কুলো, বাক্ কুল, তাহে  
নই আকুল ।  
লোরেছি যাহার কুল, সে আমায় প্রতিকুল ।  
যদি কুল কুণ্ডলিনী, অনুকূল হন আমার ।  
অকূলের তরি কুল পাব পুনরায় ॥  
এখন ব্যাকুলো ছোরে কি, তুকুলো হারাব নই,  
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচর ॥

মহড়া ।

এই খেদ্ তারে দেখে মরতে পেলেন না ।  
আমায় চাক্ না চাক্, সগা সুখে থাক্,

কেন দেখা দিবে, একবার কিরে গেল না ।

চিঠেন ।

জীবনো থাকিতে প্রাণ নাথ, যদি নাহি  
এলো নিবাসে ।

লুক্ক আশা দিয়ে সে, কেন রইল প্রকাশে ।  
আমি সেই আশা হৃদয়ে সদা দিয়ে অশ্রু জল ।  
স্বজিলায়, সেই, কই হোলো সুখকল ॥  
তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হোলো  
সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণে  
দাচে না ।

মহড়া

কাল বসন্তের হাতে, যায় বা সতীত্ব সৌরভ ।  
যে ধন্ দিয়ে গেলেন প্রাণ নাথ, তার বা করোগে  
আঘাত । কত সই গো সই, মূহুর্হু কুহু রব ।

চিঠেন ।

শিশির নিশির যন্ত্রণা, সই এ হোতে ছিলো  
তো ভাল ।

বসন্ত, হোরে কৃতান্ত, বিবাহী বধিতে এলো ॥  
মনের কথা কই এন্ কে আছে ।

খতুর রাজা যিনি, নারী বধেন তিনি,  
 তবে আর দাঁড়াব কার কাছে ।  
 আমি সপ্তরথি মিলে, আমারে মজালে,  
 যেমন অভিমুখ্য ঘেরেছে কোঁরব ।  
 ( অসম্পূর্ণ )

নহড়।

শ্বিৎ সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে ।  
 রমণী রাখিয়ে ছুলে আছে কি ভ্রান্তে ॥  
 সে যুগ গিয়েছে দূর দেশ ।  
 আছি কি মরেছি করে না উদ্দেশ ॥  
 পতি হোয়ে মঁপে গেল, মদন ছুরন্তে ॥  
 চিতেন ।

একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর ।  
 তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥  
 সে বিনে এ যৌবন রতন ।  
 বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ  
 কাহার শরণ নই বিনে প্রাণ কান্তে ।

অস্তর।

প্রিয় জনে তেজ প্রিয়জন, আছে কেমনে ।  
 হোলো না কি তার দয়া রমণী রতনে ॥

চিঠেন ।

কন্যা কালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক ।  
 আমার জনক তারে দিলেন দান,  
 দেখিয়া সুলোক ।  
 করে করে কোরে সমর্পণ ।  
 তারে বললেন, সুখে কোরো হে পালন ।  
 কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন কৃতান্তে ।

মহতা ।

যে কোরেছে বাহারো মহ পীরিতি ব্যাভার ।  
 সেই সে বুঝেছি সখি মরম তাহার ।  
 পরেতে পরের মনো, কে পেয়েছে কার ।  
 প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার ।

চিঠেন ।

কামিনী পুরুষ মাঝে সহি, আছে যত জন ।  
 বাহার মন কোরেছে হরণ ॥  
 দান অপমান দেখ না, দৌহে সদা করে অঙ্গীকার ॥

অন্তরা ।

ওরে প্রাণেরে । গরিমা নাহি প্রেমিক দেহে ।  
 প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে ।

চিভেন ।

একজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় দুখী ।  
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি ।  
দিনাস্তরে দেখা না হোলে, মন প্রাণ  
দহে দৌহাংকার ।

মহড়া ।

সে যেন, এ কথা শুনে না ।  
ফের বসন্তে আমারে বাতনা ।

চিভেন ।

শশীর কিরণে প্রাণো জ্বলে, জনেতে  
নাহি জুড়ায় ।  
বিষ প্রায়, যদি চন্দন্ মাখি গায় ॥  
শেল সম হোলো, কোকিলের গান্ ।  
মলয় মাকত অগ্নি সমান ॥  
এ দেশের এ বিচার, শুনিলে নাথের আর,  
পুন পদার্পণ হবে না ॥

মহড়া ।

আমার বোবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,  
 এমন পাইনে রসিক ব্যাপারী ।  
 আমারো এ দেশে, অনেক আছে,  
 বারা কররে প্রেমেতে চাতুরী ॥  
 কেবল মিছে ভ্রমে, ভ্রমে মরি ॥  
 অরসিক গ্রাহকে এ রস চায় ।  
 দল্য শুনে কাণে, মাথা নো ওয়ায় ।  
 পশরা নামাতে এসে অনেক,  
 আগে দুই বাছ পশারি ॥

চিতেন ।

মদনো রাজারো, প্রেমেরো বাজারে,  
 এলে প্রেম লাভ হয় ।  
 বসিকে রমণী এলেম্ আমি, সেই আশয় ।  
 আগে কে জানে সই এ বিবরণ ।  
 কপট মহাজন্ হেথা এমন ॥  
 নূতন ব্যবসারি রমণী পেলো,  
 ফেরে ফারে করে চাতুরী ।

অস্তুরা ।

এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা, তার  
 হয় আপনার সহিতে ।

যৌবন রসেরো, তার অতি ভারো,

নারী নারি আর বহিতে ।

চিভেন ।

গোপেতে গোরসো, লোয়ে দেশো দেশো,

ভ্রমণো করে যেমন ।

এত নয় তাদৃশ গছাবার ধন,

রসিকো গ্রাহকো যদ্যপি পাই ।

বিরলে বিক্রয়ো করি তার ঠাই ॥

আমারে কিনিবে যৌবন কিনে, কেনা হব

আজি তাহারি ॥

নহড়া ।

হর নই হে, আমি সুবতী ।

কেন জ্বলাতে এলে রতিপতি ॥

কোরো না আমার দুর্গতি ।

বিদেহে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ,

ধোরে ছি শঙ্করের আকৃতি ॥

চিভেন ।

ক্ষীণ দেখে অন্ন, আজ্ঞা অনন্ন,

একি রঙ্গ হে তোমার ।

হর ত্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বাঁরেবার ॥  
 ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,  
 চেন না পুরুষো প্রকৃতি ।

অস্তুরা ।

হার শূন শত্রু অরি, তেবে ত্রিপুরারি,  
 ঈবরি হওনা আমার ।  
 বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা, নহে এতো  
 ভটা ভার ॥

চিতেন ।

কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীলরতন ।  
 অকণো হোলে নয়ন্, কোরে পতি বিরহে রোদন ॥  
 এ অঙ্গ আমারো, ধুলায়ো ধূষরো, মাখি নাই  
 মাখি নাই বিভূতি ।

চিতেন ।

পাণ্ডব ধাণ্ডব বন, দহিল যখন ।  
 নানা জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন ॥  
 কোকিলে মরিত যদি তার ।  
 তবে কি কুরবে গ্রীণ যার ॥  
 বিরহিণী বধিবারে, বাঁচাইল ধনঞ্জয় ॥  
 ( অসম্পূর্ণ । )



মহড়া ।

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হোলো  
জগতে ॥

করে পঞ্চ কুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,

পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে ॥

পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে ॥

যদি পঞ্চামৃত করি পান । নাহি জুড়ায়

প্রাণ । হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ ॥

দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন যার,

এখন সেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে ।

চিতেন ।

পঞ্চানন্দের নাম, মকরধ্বজ,

বিরহি রাজ্যে রাজন ।

সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন ॥

ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চশর ।

রাজা পঞ্চশর ।

অঙ্গে হানে পঞ্চশর ॥

তাহে উনপঞ্চাশত, মলয় দাকত সেই,

আবার ভাসু দহে তনু পঞ্চবাণেতে ।

অস্তুরা ।

সই গৃহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,

ফুল হ্রাদ যেন পঞ্চবাণ ।  
 পঞ্চদশ দিনে হ্রাদে বৃষ্টি যার,  
 তার কিরণেও দহে প্রাণ ॥

চিতেন ।

পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান ।  
 তার চিতা সম জ্বলিছে সখি, পঞ্চম হুখেতে প্রাণ ।  
 যদি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই । পঞ্চ রিপু পাই ।  
 পঞ্চ সহকারী নাই ॥  
 কেবল পঞ্চম অসাধ্যো, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই,  
 আমি থাকি যেন সখি পঞ্চ তপেতে ।

অন্তরা ।

সই পঞ্চ পাণ্ডবেরা, পাণ্ডব কানন,  
 জ্বালায়ে ছিল যেমন ।  
 তেমতি এ দেহ জ্বালার সখি, বসন্তের চর পঞ্চজন ।  
 পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে, করিতে চাহি ভঞ্জন ।  
 তাহে প্রতিবাদী হরগো আসি, প্রতিবাদি  
 পঞ্চ জন ।  
 বলে পঞ্চ রিপু গিরেছে, প্রাণে সরেছে,  
 এ পঞ্চ ক দিন আছে ।

কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহে না,  
সই, এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে ॥

মহড়া ।

বধু কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন ।  
কোরে মধুর মধুর আলাপন ॥  
কত দিনো প্রাণে তুমি হইছে এমন ।  
প্রিয় বাক্যে প্রেমসী বলিয়ে আমার ।  
ডাকিছ প্রেমরসে রসরায় ॥  
ভুজ্জ্বেরো মুখে সেন সুখা বরিষণ ॥

(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া ।

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একোবার ।  
হাতে মন্ত আছে বধুর প্রাণ, হানোলে তার  
বিচ্ছেদ বাণ ।  
যদি জ্বালায় জ্বালে, আমার বোলে, মনে পড়ে তার  
রাখো রাখো এই বিনতি অধীনী জনার ।  
হাতে মন্ত আছে সে যে, মন্ত মাতঙ্গ ।  
কর গিরে সে প্রেমের সুস্বতো ভঙ্গ ॥

তুমি গেলে তার প্রহসি, অম্মি হবে নিরহি,  
বসন্তে বিদেশী হোরে, রবে না সে আর ॥

চিহ্নে ।

বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার ।  
বৌবন্ কালে হোরেছি আশ্রিতে তোমার ॥  
ওহে বিচ্ছেদ তোমার বিচ্ছেদ দায় নাথো না জানে ।  
অন্য নারীর প্রেমমুখে আছে সেখানে ॥  
তারে জ্বালাতে পার না, আমার দেও যাতনা,  
ছি ছি, অবলা বধিলে নাহি পৌকব তোমার ॥

অন্তরা ।

সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে বিনতি ।  
কামিনীরো প্রাণে রেখে, রাখো স্মৃতি ॥

চিহ্নে ।

হোরে আমার অন্তরের অন্তর, নাথের  
অন্তরেতে যাও ।  
প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয় গে যটাও ॥  
বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা কিছু তার দিও বিশেষ ।  
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে ॥

আমায় ~~ভেঁষে~~ ভেঁষেছে হুঁলে ডুল, ভেবে হলো প্রাণাকুল,  
অকুলেতে কুল রক্ষা কর কুলজার ॥

মহড়া ।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে  
যেরোঁ না ।

তোমার ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখতে  
চাই,

কিছু থাক থাক বোলে ধরে রাখবো না ॥

তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো ।

গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেলো ॥

সদা রাগে কর তর, আনিতো তারিনে পর,

তুমি চক্ষু মুদে আমার দুঃখ দিও না ॥

চিহ্নিত ।

দৈব যোগে যদি প্রাণ নাথ, হোলো এ পথে  
আগমন ।

কও কথা, একবার কও কথা, তোলা ও বিশ্ব বদন ॥

পীরিত্ ভেঁষেছে ভেঁষেছে তার লজ্জা কি,

এমন তো প্রেম জ্বালা জ্বালা, অনেকের দেখি ॥

আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হোলো বিষখ,  
আমি মাগর সৈঁচে কিছু মাণিক পাব না ॥  
(অসম্পূর্ণ।)

—  
মহড়া।

প্রাণ তুমি আর এ পথে এসো না।  
শুধু দেখা, দিবে সখা, সেতো তা, মনেতে বুঝবে না ॥  
তুমি যার, এখন তার পুরাও বাসনা।  
তোমা হোতে সুখ না হবার।  
প্রাণ তা হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার ॥  
দেখা হোলো, মরি ছোলো, এ দেখা দিও না ॥  
চিতেন।

আগে তোমায় দেখলে সখা, হোতো  
পদমো আক্লাদ।  
এখন তোমায় দেখলে ঘটে, হরিষে বিষাদ ॥  
এসো বোসো বলা হলো দার।  
কি জানি কে গিরে সখা, বোলে দিবে তার ॥  
সে তোমাকে, আমার পাকে, করিবে লাঞ্ছনা ॥  
অস্তুরা।

তা বলা নয়, উচিত হয়, ন্য এলে এখন।  
হৃদয় রঞ্জিনী তোমার করিবে ভৎসন ॥

চিঠেন ।

আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে ।  
 অমাদর নাহি কোরে। সেই নূতন পীরিতে ॥  
 নব রসে সে, যে, রঞ্জিণী ।  
 প্রাণ, হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী ॥  
 আমার গমন জ্বলয়ে ছিলে, প্রাণ তারে জ্বালা  
 দিও না ।

মহড়া ।

এই খেদ্ হয় । তবু বল পুরুষ তাল নয় ।  
 যখন দক্ষ যজ্ঞে সতী, তেজে ছিলেন প্রাণ,  
 তখন মৃত দেহ গলায় গেঁথে রাখলেন মৃত্যুঞ্জয় ।

চিঠেন

কথায়্ কথায়্ কোরে অভিমান্, তিলে কোরে  
 বোসো তাল্ ।  
 ও ধনি, না জানি, কেমন পুরুষের কপাল্ ।  
 যদি পুরুষ পাতকী হবে ।  
 তব পাণ্ডবেরা, মারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে ।

দেখ তারা একা নয়, হরি দয়াময়, মানে  
ধোরে ছিলেন ব্রজে রাধার পদ দ্বয় ।

( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

আর নারীকে করিলে প্রত্যয় ।  
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম ভয় ।

... ..

চিতেন ।

... ..

অস্তুরা ।

নারী মিলতে যেমন, ভুলতে তেমন, দুই দিগে  
তৎপর ।

মজ্জয়ে পরে, চায় না ফিরে, আপ্নি হয় অস্তুর ।

চিতেন ।

উত্তমেরে তেজ্য কোরে অধমে যতন্ ।  
নারী, বারি, দুই জনারি, নীচ পথে গমন ॥  
তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী, তপনে



তেজিরে, বনের পতঙ্গ, সে ছুঁ, তারে মধু  
বিতরয় ॥

—  
মহড়া ।

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ ।  
ছিলে আমার বশ, কি মৌবনের বশ,  
কি প্রেমের বশে, প্রেমো রসে তুষ্টে প্রাণ ।  
রাখিতে হে অধীনীর সম্মান ।  
অভিমানী হোতেম হে তোমায় ।  
প্রাণো নাথ, কার দোহাগে,  
অনুরাগে, ধরতে আমার পায় ॥ ...  
তুমি আমি, যে, সেই আছি,  
তবে কিসে গেলো সে সম্মান ॥  
চিতেন ।

আবাহনো কোরে প্রেম দিলে বিসর্জন ।  
সে যেমন হোক, হোয়েছে,  
আমার কপালে ছিল হে যেমন ॥  
রঙ্গ রসে ছিলেম এত দিন ।  
প্রাণোনাথ, প্রেমের পথে, দুঃস্বাদে কে  
কারো অধীন ॥  
শেবে যদি করবে এমন, কেন আগে বাড়াইল মান

অন্তরা ।

ওরে প্রাণ রে, কথা কবার নয়, কইতে কাটে হিয়ে ।  
পূজা ছিলেম, তাজা হোলেম্, ঘোঁবনো গিয়ে ॥

চিতেন ।

দৈব দেখা প্রাণো নাথ্, হোতো হে পথে ।  
নাগ্না আপ্নি ভুলিতে, হাতে আকাশের চক্রে পেতে ।  
কখন তো সেই পথের দেখা হয় ।  
প্রাণোনাথ্ লজ্জাতে মুখ ঢাকো ঘেন ঠেকেছ  
কি দাস ॥  
প্রেমো গ্যাছে, ঘোঁবন গ্যাছে, শেষে তুমি  
অরিলে অস্থান ॥

মহড়া

বঁধু কার কখন্ মন রাখ্বে ।  
তোমার এক জ্বালা নয়, ছুদিক রাখা,  
বল প্রাণ্ কিমে প্রাণ্ বাঁচ্বে ।  
সমভাবে কেমনে রবে ॥  
সবে তোমার একো মন ।  
তার কোরেছ প্রেমাবীরী ছুঁয়ে ছুঁয়ে ॥

কপট্ প্রেমে বল দেখি প্রাণ,  
হাসাবে কার কঁদাবে ॥

চিভেন ।

একো ভাবে পূর্বে ছিলে প্রাণ্,  
সে ভাব তোমার নাই ।  
পেরেছ যে হৃতন নারী, মনো তারি ঠাই ॥  
রাখতে আমার অনুরোধ ।  
প্রাণ্, তোমার প্রমাদ হবে, সে করিবে ক্রোধ ॥  
দেখাবেনি দ্বন্দ্ব কোরে কি, দেশান্তরী করিবে ॥

মহড়া ।

কার্ দোম দিব কপালেরি দোষ আমার ।  
যেমন প্রাণনাথ্, প্রাণে দেয় আঘাত্,  
তেননি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার ।  
কে আছে সপক্ষ রে বিরহী জনার ॥

চিভেন ।

সময়েরি গুণে সখি রে, করে হীন জনে অপমান ।  
কোথা গো, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান  
একে হুঃসহ বিরহ, নিকাহ নাহিক হয় ।  
তাহে কালগুণে কাল বসন্ত উন্নয় ।

এসে সপ্তরথি মিলে, যুবতী মজালে সই,  
বেন অভিমুখ্য বন্দের উদ্যোগ এবার ॥

অস্তুরা ।

সই, আশি যার, সে আমার ভেবে,  
দেশে যদি না এলো ।

জগতের জীবন, মলয় পবন, সে আমার কাল  
হোলো ॥

তবে মরণ তালো ॥

চিতেন ।

প্রিয় জন্মে তেজে প্রিয়জন, গেল প্রয়োজনে  
তাপনার ।

আমারে বলে আমার, এমন্ কে আছে আমার ॥  
হোয়ে রুতি পতি, করে যুবতীর মদেতে বল ।

আছি পথ চেয়ে, রথ হোয়েছে অচল ॥

তয়ে সারথি পলালো, শেষে এই হোলো

সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণে

ঈচা তার ॥



মহড়া ।

তবে কি হবে অজনি, নাথো মান্ কোরে গেটো

প্রাণ সহি, আমি তাবি ঐ, আবার বিগুণ জ্বালায়  
জ্বলতে হলো ॥

চিহ্নে ।

বিধি মতে প্রাণোনাথেরে, করিলাম বারণ ।  
কোর না কোর না, ঈধু প্রবাসে গমন ॥  
সে কথা না শুনে প্রাণ নাথ ।  
অকালে সকালে প্রেমে হান্লে বজ্রাঘাত ॥  
নারী হোয়ে, করে ধোরে, মাধ্বলাস তারে,  
তবু না রহিলো ॥

মহড়া ।

কোকিলে কর এই উপকার ।  
যাও নাথেরো নিকটে একোবার ।  
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার ।  
নিষ্ঠুরো নাগরো আছে যথার ।  
পঞ্চম্বরে গানো শুনাও গে তার ॥  
শুনে তব হনি, বলিয়ে কুখিনী, অবশ্য মনে  
হইবে তার ॥

চিন্তেন।

বিরহি জনাঠেরা, অন্তরে হানো কুহু কুহু স্বর।  
ইথে নাই তোমার, পৌকব পিকবর ॥  
একলা অবলা আমি বাল।  
আমারে যে রূপে দিলে জ্বালা।  
ভাহারে তেমতি পার হে জ্বালাতে, প্রশংসা তবে  
করি তোমার।

অন্তরা।

হার, যে দেশে আমার প্রাণনাথো, কোকিলে  
বুঝি নাই সে দেশে।  
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত।  
বসন্ত সময়ে নিবাসে।

চিন্তেন।

কিবা কোকিল আছে, নাই তারো, সুন্দর তব  
সমান্।  
কুরবে, বুঝি হানতে পারে না বাণ ॥  
অতএব্ বিনতি করি এখন্।  
কোকিলে শুধায় কর গমন।

তোমার এ হবে, প্রবাসে কে হবে, নিবাসে  
আসিবে নাথ আমার ॥

মহড়া ।

কে সাজালে ছেন যোগীর বেশ ।

কহ অকিরাজ মহিশেষ ॥

কেতকী সৌরভ অঙ্গে তব অশেষ ।

রজ্জ নেগেছে কালো গায়, হোয়েছ প্রাণ

বিছুর্তর প্রাণ, ঢুলু ঢুলু দুটি জাঁখি, রূপেরো না  
দেখি শেষ ॥

জিতেন ।

পুতুরা পীযুষ বঁধু করেছ হে পান ।

হেরিয়ে তোমারো মুখো, করি অনুমান ।

তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন, জাঁখি দুটি  
উর্দ্ধে উন্নীলন ।

মধু ভিক্ষা কোরে বঁধু, ভ্রমিতেছ নানা দেশ ।

মহড়া ।

নবযৌন জ্বালায়, মলেম গো সহচরি  
সাথে নিবাসে এলোনা কি করি ।

চিতেন ।

বয়সে প্রথমে, মগুম অফটে, বালিকা

হিলাম যখন ।

তখনো বলিতাম মৃজনি, ভাল মদন সেই কেমন ॥

এখন প্রাণনাথের বিহনে, জানিলাম মৃজনি  
সহে বটে মদনে ।

হালো কলিকাঁ কদর, এ কুচ দাড়ির,

দিনে দিনে দিওণো ভারি ।

অনুর ।

যদি অনলো, ছোতে; প্রসলো, তলে করিতাম  
মর্দন ।

নলে কাল ভুজ্জ, মংশিলে এ অদ, মস্ত্রতে  
চিভো প্রাণ ॥

( অসম্পূর্ণ । )



হক্ঠাকুর।

বাজাল। ১১৪৫ কিম্বা ৪৬ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ায় হক্ঠাকুর\* জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালীচন্দ্র দীর্ঘাড়ির তাদৃশ সংগতি না থাকিলেও প্রতিবেশী সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এজন্য হক্ঠাকুর প্রথমে বিনা পুরস্কারে স্বকীর সংগীত মাধুরী দ্বারা অন্যান্য কবি ওয়ালাদিগের দলের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন; পরে নিজে পেশাদারী দল করেন।

কথিত আছে কোন পূর্বাহ রজনীতে রাজা নবরুদ্দও বাহাদুরের জবনে ও পেশাদারী দলে হক্ঠাকুর সন্মত করিয়া গাহিতেছিলেন, রাজা তাঁহার গান

\* ইহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি; কবি ওয়ালাদিগের মধ্যে ক্লাভিতে ব্রাহ্মণ এবং গান রচনার শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইনি ঠাকুর উপাধিতে খ্যাত।

এবং সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্ব-  
রূপ এক ঘোড়া শাল প্রদান করেন।  
এই রাজপ্রসাদে হরুর আত্মাদ না জ-  
ন্মিয়া প্রত্যাঁত অপমান বোধ হওয়াতে  
তিনি শাল ঘোড়াটি ঢুলির মস্তকে নি-  
ক্ষেপ করেন। এই রূপ সাহস্কার ব্যব-  
হারে নবরুষ্ণ বাহাদুর তাঁহাকে নিকটে  
ধরাইয়া আনেন এবং দুর্কিনীত গায়কের  
গলদেশে যজ্ঞোপবীত না থাকিলে বোধ  
হয় তদগুণে বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করি-  
তেন। রাজা বাহাদুর তাঁহার পরিচয়  
পাইয়া ক্রোধভাব সম্বরণ করিলেন এবং  
তদবধি তাঁহার গুণগ্রাহক হইয়া বিস্তর  
সমাদর করিতে লাগিলেন। রাজা নব-  
রুষ্ণের যত্নে ও উদ্যোগেই হরু পেশাদারী  
দল করেন। ফলতঃ উভয়েরি অভিমান-  
মূলক বিরোধভাবে প্রথমসাক্ষাৎ হইলেও  
ইহাদিগের অবশিষ্ট জীবনকাল সান্তি-

শয় সৌহার্দভাবে অতিবাহিত হয়। রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে হরু অপথ পুস্কর দল ও গাহনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কত ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকে তাঁহাকে পুনর্বার দল করাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু হরু কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ৭৫ বৎসর বয়সের সময় ইনি মানব লীলা সম্বরণ করেন।

হরুঠাকুর বৎকালে প্রথম গান রচনা অভ্যাস করেন তখন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারঘুনাথ দাসের নিকট হইতে গান গুলি সংশোধন করিয়া লইতেন। এই কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া তিনি পরে দে সমস্ত গান দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন তৎসমুদয়ে রঘুর নামে ভণিতা দিতেন।

সম্রাটজীবনচরিত অভাবে হরুঠাকুরের চরিত্র বিষয়ে কোন অভিপ্রায়

প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু তাঁহার যে  
অন্তঃকরণের মহত্ত্ব ও উদার্য্য ছিল প্রতি-  
পন্ন হইতে পারে। নবকৃষ্ণ প্রদত্ত পারি-  
তোষিক অগ্রাহ্য করা—স্বপ্রণীত গানে  
রঘুনাথের নামে ভগিতা দেওয়া—এবং  
নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ধন লাভের প্রতি  
দৃষ্টি না রাখিয়া দল ত্যাগ করা সা-  
মান্য প্রকৃতিক লোকের বড় সহজ কর্ম  
নহে।

হরুঠাকুরের রচনা অতি সরল  
ও মধুর। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে ই-  
হারি গান সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সম-  
ধিক আদরণীয় হইতে পারে।

---

হরুঠাকুর ।

সখী-সম্বাদ ।

মহড়া ।

ও সখিরে,

কই বিগিন বিহারী বিনোদ আমার এলো না ।  
মনেতে করিতে সে বিধুবয়ানো, সখি এ যে পাপো  
প্রাণো, ঠৈরক্ক না মানে, প্রবোধি কেমনে তা  
বল না ॥

চিভেন ।

সই, হেরি ধারা পথো, থাকয়ে যেমতো,  
ভূষিতো চাতকো জনা ॥  
আমি সেই মতে ছোয়ে, আছি পথো চেরে,  
মানসে করি সে রূপ ভাবনা ॥

অন্তরা ।

হার, কি হবে স্বজন, যার যে রজনী, কেন  
চক্রপাণি এখনো ।  
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা মুখ কুঞ্জে, রহিল না জানি  
কারণো ॥

চিভেন ।

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হোতেছে  
স্থির মানেন না ।  
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি, না এলো  
মুরারি, পাই যাতনা ॥

অন্তরা ।

সই, রবি কিরণেরো, প্রায় হিমকরো, এ তম  
আমারো দহিছে ।  
শিখি পিক রবো, অঙ্গে মোর সবো, বজ্রাঘাত  
সম বাজিছে ॥

চিভেন ।

সই, করিয়ে সঙ্কেতো, হরি কেন এতো,  
করিলেকো, প্রবঞ্চনা ।  
আনি বরঞ্চ করলো, ভকি সেও ভালো,  
কি ফলো বিফলে কাল বাপনা ॥

অন্তরা ।

সই, দেখ নিজ করে, প্রাণোপাণো করে,  
গাঁথিলাম্ এ কুমুম হার ।  
একি নিকানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ, হেন মালা গলে  
দ্বিব কার ॥

## চিঠেন

মই, খেদে কাটে হিহে, কারো মুখো চেয়ে,  
 রহিব অবলা জন্ম।  
 জামি শামি অশ্বেষণে, পাঠালাম্ মনে, তার সঙ্গে  
 কেন প্রাণ গেলনা ॥

---

 মহড়া।

কদম্বতলে কে গো, বংশী বাজায়।  
 এতদিনো আমি যমুনা জলে, আমি এননো  
 মোহনো, মুরতি কখনো, দেখি নি এসে হেথায় ॥

## চিঠেন।

অঙ্গ অঙ্গীর চন্দনো চিঠিতো, বন মাল  
 গলায়।  
 গুঞ্জ বকুলের মালে, বাধিরাছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে  
 ভায় ॥

## অন্তরা।

মই, সজল নবজলদ বরণো, ধরি মটবর বেশ।  
 চরণো উপরে পুরেছে চরণো, এই কি রসিকো  
 মোর ॥

চিতেন ।

চক্ষু চমকে চলিতে চরণ, নখরোরো ছটায় ।  
আমার হেন নয় মনো, জীবনো যৌবনো,  
সঁপিব ও রাঙ্গাপায় ॥

হারি অন্তঃপদ রূপো মাধুরী সখি, হেরিলাম  
কি কণে ।  
প্রাণো নিলে হোরে, জীবতো হেসে, বন্ধিমো নয়নে ॥

চিতেন ।

মন্ম মধুরো মুচকি হাসি চপলা চমকায় ।  
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো, গেলো,  
নন্ মজিলো হেরে উহায় ॥

অন্তরা ।

সই, অলকা আকৃত বদনো, তাহে মৃগ মদো  
তিজকো ।  
মনোহরো সাজো, নাসাগ্রে গজো, মুকুতার ঝলকো ॥

চিতেন ।

বিষ অধরে অর্পে বেণু, সে রবে খেচ্ছ চরান্ন ।



কিবে সুন্দরো সুঠামো, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো,  
রূপে ভুবন ভুঙ্গায় ॥

অন্তরা ।

সই বেষ্টিত ব্রজ বালকো সবে, কি শোভা  
আমরি হয় ।

গগনেতে তারা গণো মাঝে, চাঁদ যেন শোভা  
পায় ॥

সই, কেন বা আপনা খেয়ে, আইলাম যহুয়ার ।  
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,  
রঘু কহে একি দায় ॥

মহতা ।

আগে যদি প্রাণ সখি জানিতেম্ ।  
শ্যামেরো পীরিতো, গরলো মিষ্রিতো, কার মুখে  
হৃদি শুনিতেন্ ॥  
কুলবতী বাল্য, হইয়া সরলা, তবে কি ও বিবো  
ভকিতেন্ ।

চিহ্নেন ।

বধন মদন মোহন আসি, রাধা রাধা বোলে  
বাক্যভে বাঁধী, যদি মন তার না দিতেম ।

সই, আমিও চাতুরী, করিয়া সে হরি,  
আপন বশেতে রাখিতেম্ ॥

অন্তরা ।

হইরে মানিনী, যতেকো গোপিনী, বিরহ  
হালাতে জ্বলিতেম্ ।  
সই বড়জাল সম, সে বন্ধ নয়ন, জানিলে কি তার,  
এ কোমল প্রাণ, সমর্পণে করিতেম্ ॥

চিহ্নন ।

আগে গুরু জনো, বুঝালে যখনো, তা যদি  
গ্রহণে করিতেম্ ।  
নিপুণগো বশে, রহিতো অনাসে, মনেরো হরিষে  
রাখিতেম্ ॥

মহড়া ।

হরি ব্রজনারী চেন না এখন ।  
সাধার প্রাণোষক ॥  
প্রভাসো তীর্থে দরশন ।  
পাইরে কৃষ্ণেরে, অভিমানো ভরে, কহে করে ধোরে  
গোপীগণ ॥

চিভেন ।

নাহি পীত ধটি মুরলী, গোচারণের সে কুষণ ॥  
এবে যত্নপতি, হোয়েহো ভূপতি, দ্বারকা পতি  
নোখারো ভদন ॥

অন্তরা ।

যত্ননাথ, আর কেন ছুঝিনী গণে, অরণ্যে হবে ।  
গিরেছে নে সরো, ব্রজেহো ভাবো, মজেছে গৃহ  
ভাবে ।

চিভেন ।

ককিণী আদি রাজসুতা, বশতা, সবে সেবে  
ও চরণ ।  
রাধা কুরুপিণী, গোপের রমণী,  
বনবাদিনী কি লাগে মন ॥

অন্তরা ।

ওহে শুনেছি, দ্বারকাতে তব, সে মুখে বিলাস  
মহিষী গণেরো, বিবিধ প্রকারো, পুরাতেছ  
অভিলাষ ॥

চিভেন ।

সত্যভামার মানো রাখিলে, রোপিলে পারিজা-  
ভেরো কামন ।

হাছে আছ বঁধা, নাথো প্রিয়সাধা।

কলেছ রাধার প্রেমধন ॥

অন্তরা ।

তোমারে, অকিঞ্চন জননাথো, কৃষ্ণ, জগজ্জনে কয় ।

এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো, ওপদে আশ্রয় নয় ॥

চিভেন ।

সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, তেজিলে, যখন  
ঈশ্বরনাবন ।

দার ও চরণো, না লবে শরণো, তুথে

পালে প্রাণো তুখি জন ॥

অন্তরা ।

শুনহে বহু কালান্তরে, প্রাণ ঈশু, পেয়েছি দেখা ।

জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে,

দার নাহি কো সখা ॥

নাথো তুখে কৃষ্ণ তব হাতি, রঘুনাথ, করয়ে নিবেদন ।

চলহে নিলাজো, গোপিকা সমাজো, ব্রজ রাজো

দাম্পেরো নন্দন ॥

মহড়া ।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজ কুল-  
নারী বধিলে । বলনা কি বাদ সাধিলে ।

নদীনা পীরেতো, না হইতে নাথো, অকুরে  
আঘাতো করিলে ॥

চিভেন ।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো, কে আনিলে  
রথো গোকুলে ।

অত্রূরো সহিতে, তুমি কেন রথে,  
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥

অন্তরা ।

শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,  
ব্রজাঙ্গনা গণে উদাসী ।

নাহি অন্য ভাবো, শুনহে মাধবো,  
তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী ॥

চিভেন ।

শ্যাম্, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে ঝাঁপী,  
তথা আসি গোপী সকলে ।

কিসে কলেন্ দোষী,

তা তোমায় জিজ্ঞাসি, কি দোষে এ দাসী  
তেজিলে ॥

( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

যদি চলিলে যুরারি, তেজে ব্রজপুরী, ব্রজনারী

কোথা রেখে যাও । জীবনো উপায় বোলে দাও ।  
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো, বদনো তুলিয়ে  
কথা কও ॥

চিন্তেন ।

শ্যাম্ যাও মধুপুত্রী, নিষেধো না, করি,  
থাক হরি যথা কথো পাও ।  
একবার মহাস্য বদনে, বহ্নিম নরনে,  
ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও ॥  
( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

পুন হরি কি আসিবে রুম্মাবনে গো, সখি কও  
শুভ সমাচার । জীবনো জুড়াও রাখার ॥  
মথুরা নগরে, মাধবেরো দেখে এলে কিরূপ  
বাধহার ॥

চিন্তেন ।

না হেরে নবীনো, জলধরো রূপো, আকুল  
চাতকী জ্ঞান ।  
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান ॥  
জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো, হরি বিনে  
নকলি আঁধার ॥

অন্তরা ।

হার, ভূপতি নাকি হয়েছে হরি, মধুপুরে।  
সুখে বিলাসী ।  
স্বকণো কহনা, সেখানে রাজার, কে রাজমহিষী ।  
( অসম্পূর্ণ । )



মহড়া ।

ঐ আসিছে কিশোরি, তোমার হৃৎ কুঞ্জেতে ।  
সুখে বঞ্চিল না জানি কোথা, কারো সহিতে ॥  
বঁধু বুমে ভুমে তোলে পড়ে নারে চলিতে ।  
শুধারেছে বিদ্বাধরো, শ্যামচাঁদেরো, বঁধুর  
এলায়েছে পীতবাসো, নারে ছুলে পরিতে ॥  
চিতেন ।

বাহারো লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত ।  
ওই সই, সেই প্রাণোনাথ ॥  
প্রভাতে অকণো সহ উদয় আসি, বঁধুর হোয়েছে  
অকণো অঁখি, নিশি জাগরণেতে ॥  
( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

আমারে সখি ধরো ধরো ।  
ব্যথারো ব্যথিতো কে আছে আঁমারে ॥

পথপ্রান্তে নহি গো কাতরো ।

হৃদে নবঘনো, দলিতাঞ্জলো বরনো, উদয়ে অবশ  
শরীরো ॥

চিহ্নিত ।

অঙ্গ ধরো ধরো, কাঁপিছে আশারো,  
আবো না চলে চরণ ।

সেই শ্যামো প্রেমোভরে, পুলক অন্তরে,  
সমরা যে ভারো অধরো ॥

অন্তরা ।

হাস, সে যে কটাক্ষেরো, অপাঙ্গ ভঙ্গিমো,  
দয়ানো করে তা কি কবো ।  
লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে,  
সেই সে বুঝেছে ভাবো ॥

চিহ্নিত ।

কুলো শীলো ভরো, লজ্জা তারো যারো,  
না রাখে জীবন আশ ।  
তারো জলে বা, স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা  
সন্দেহ নাহি মরিবারো ॥

মহড়া ।

ওহে উদ্ধব আমার এই রাজধানী মনে ধরে না ॥  
মনো সে প্রেম পাসরে না ।



যখন তাবি ব্রজপুরী, ধাইয়ে কিশোরী,  
উপজয়ে কত ভাবনা ॥

চিতেন ।

আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো,  
তাতে তুনি বুঝনা ।  
আমার এ মনো মন্দিরো, সদা শূন্যাকারো,  
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা ॥  
( অসম্পূর্ণ । )

মহজা ।

সখিরে রমেরো অলসে ।  
গতো দিবসেরো রজনী শেষে ॥  
অচেতনো হোয়ে সুখো আবেশে ।  
শ্যামের অঙ্গে পদ ধুয়ে, শ্যামেরে হারায়েরে,  
কেঁদে ছিলাম কত ছত্যাশে ॥

চিতেন ।

যে বিচ্ছেদো ডরে, পরাণো শিহরে,  
তাই ঘটে ছিলো, মই ।  
অম্নি কম্পাবিতো যদি, হেরে শ্যাম নিধি,  
হোরে নিল বিধি কি দোষে ॥

অস্তুরা ।

রাই অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা,  
বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম্ ।

তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো,  
তার প্রতি কেন হোলে বাস্ ॥

চিভেন ।

কোন সখী কহে, হেথা থাকা মহে,  
এ বন অতি দুর্গম ।  
আনি সুশীতল বারি, কোন সহচরী,  
বদনে দিতেছে হৃতাশে ॥

মহড়া ।

মানিনী শ্যাম চাঁদে, কি অপরাধে ।  
হোয়েছে রাধে ॥  
ঠেকিলাম আজু একি প্রমাদে ।  
মানো শশিয়ুথো কেন গো রাই,  
হেরি গো আজু এত আত্মদে ॥

চিভেন ।

এই দেখে এলেন্ স্নিগ্ধ সহিতে হাস্য কোঁতুকে ।  
ছিলে গো রাই দৌহে অতি পুলকে ॥  
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অনন্, উঠিলো কি বাদানুবাদে ।

( অসম্পূর্ণ )

মহড়া ।

বোঝা গেল না । হরি কেমন তোমার ককণা ॥  
মরি হে কি বিবেচনা ।

দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী,  
পুরাতে কুবুজার মনোবাসনা ॥

চি্তেন ।

সকলি বিন্মুতো, কি ব্রজনাথো,  
হোলে একোকালে ।  
ভেবে দেখে হে গোকূলে, হোলো কি কি লীলে,  
তাকি তোমার মনে পড়ে না ॥

অস্তুরা ।

শ্যাম্, নন্দ উপানন্দ, সুমনস্ আরো,  
রাণী যে যশোমতী ।  
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণো কৃষ্ণ,  
বোলে লোটার ক্রিতি ॥

চি্তেন ।

আরো শুন হরি, নিবেদনো করি,  
ব্রজেরে সমাচার ।  
ব্রজ গোপিকা সকলের, নয়নের জলে,  
কেবলো প্রবলো হেরি যমুনা ॥

মহড়া ।

এমন সুধদ সময়ে কোথা ছে,  
ভেজিয়ে এ সুধো হৃন্দাবন ।  
ছুখিনী রাধার মদন করে দক্ষ হে মদনমোহন ॥

এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা,  
নিরখি তোমার চঞ্জানন ॥

চিঁতেন ।

একেতো সহজে এ ব্রজধাম সদা সুখেরো আশ্রয় ।  
তাহে কাল গুণেতে পূর্ণ সুখে সম্পদ ॥  
রসিক নাগরো, তোমা নিমে আরো,  
কে করে এ রসের উদ্দীপন ।

অন্তর ।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন,  
মুঞ্জরিল তরুণ ।  
পূমর্কার যেন. এ ব্রজ ধাম, ধরিল নব যৌবন ॥

চিঁতেন ।

মুকুলে মুকুলে কোকিলে জাল, করে কুহু কুহু রব ।  
কুমুমে কুমুমে, গুঞ্জরে অলি সব ॥  
আমরি আমরি, এই শোভা হরি.  
তইলে কি সবে বিস্ময়গ ।

মহড়া ।

কি কাজো আর ব্রজ ছুবনে ।  
হার! সে নীলরতনো, দরশনো বিহনে ॥  
রোরে রোরে চিত্তো, হয় চমকিতো,  
কৈদে কৈদে প্রাণ উঠে সমনে ।

চিঁতেন ।

হায় ! যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী,  
অনাধিনী করি গোপীগণে ।  
সেই হোতে প্রায়, আছি মৃতবৎ পরাণে গিয়াছে  
তাহারি মনে ॥

অস্তুরা ।

হায় ! কোথা গেল পাবো, সে প্রাণে মাধবো,  
কিরূপে মিলিব তার চরণে ।  
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো,  
সেই মনোহরো, নাগরো বিনে ॥

চিঁতেন ।

হায় ! রজনী কি দিনো, হোয়ে জ্বালাতনো,  
এই আরাধনো, করি গো মনে ।  
হোয়ে বিহঙ্গমো, যাই সেই ধামো,  
দেখি গিরে শ্যামো বংশীবদনে ॥

অস্তুরা ।

হায় ! যে শ্যাম সোহাগে, যার অঙ্গুরাগে,  
আমি সোহাগিনী সকলো স্থানে ।  
যে শ্যামের গুণো, দেব ত্রিলোচনো,  
সদা করেন গানো, পঞ্চ বদনে ॥

চিভেন ।

হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গ্যাছে মোরো,  
কি কাজো এ ছারো দেহ খারনে ।  
তল সবে দিলি, হোয়ে গলাগলি,  
স্বাপ দিব যমুনা জীবনে ॥

অন্তর্য ।

হায়! এই যে সুখেরো, গোকুলো নগরো,  
তোয়েছে আঁধারো, শ্যাম কারণে ।  
কনধেরো তলো, বিহারের স্থলো,  
হরে আঁখি জলো, বহে সমনে ॥

চিভেন ।

হায়! গটায়ৈ প্রমাদো, গিরেছে বিনোদো,  
এ খেদো সম্বরি রহি কেমনে ।  
হে যত্ন নন্দন, বিপদো ভঞ্জনো, দিয়ৈ দরশনো,  
বাঁচাও প্রাণে ॥

মহড়া ।

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে ।  
তবে কি হবে স্বজনি ।  
সম্পাটো স্বভাবো তার জানি ॥  
ওগো রুদ্রে এই সম্ম হয় ।

জ

সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয় ॥

বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রক্তলী ॥

চিহ্নিতম ।

ছিলো যে সঙ্কেতে হরি আসিবে নিশ্চয় ।

বিলম্ব দেখে তার হতেছে সংশয় ॥

বহু প্রমে কুসুমেরি হার ।

গাঁথিলাম সখি গলে দিল কার ॥

কদাপি বিস্মৃতো হোয়ে থাকে গুণমণি ॥

অস্তুরা ।

কুমার প্রাণা আমি, আমার অনন্য গতি ।

বোলে কি জানাবো তোমায়, তুমি কি জাননা দৃতি

চিহ্নিতম ।

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ ।

শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্লেশ ।

আমারো আশয়ে এতক্ষণ ।

রয়েছি করিরে পথো নিরীক্ষণ ॥

মাথবো না এসে যদি, এসে দিনমণি ॥



মহড়া ।

আজ্ বাঁধবো তোমায় বনমালি ।

করিবে সখী মণ্ডলী ॥

নাগরালি তোমার যত, করবো হত;

দিরে অঙ্কেতে ধূলি ।

গোরসেরো অবশেষো, দিব হস্তকে ঢালি ।

( অসম্পূর্ণ )

—

মহড়া ।

জাছে চন্দ্রাবলীর ঘরে ।

দেখে এলেন তোমার শ্যাম চাঁদেয়ে ॥

ওয়ে কুমুম শয্যাপরে ।

নিশির শেষেরো অলসে অচেতন ।

কারো অঙ্গে নাহি বসন ভূষণ ।

ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে ॥

চিতেন ।

তুমি রাধে অতি সাধে, করেছ প্রণয় ।

সে লম্পাটো কভু নয় সরল হৃদয় ॥

তোমারে সঙ্কেতো জানারে ।

শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লোয়ে ॥

দেখিবে তো এসো রাধে, দেখাই তোমারে ॥

( অসম্পূর্ণ )

—

মহড়া ।

এ সময় সখা দেখা দেও হে ।

তব আদর্শনে, ব্রজনাথ, আমার আঁখি মনো

সদাই দয় ছে ।

হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়, হরি হারি হে



চিভেন।

গীরিমা, বরষা, হিম শিলিরে, যত দুখ দেয় হে।  
সব সম্বরণে কোরেছি ক্লম, বসন্ত যাতনা  
প্রাণে না সর হে ॥

অন্তরা।

প্রায় ব্যাধ জ্বল হোয়ে, যেয়েছে আনার,  
কোকিলের স্বর জ্বল।  
তাঁহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানো,  
ডাকি ছে তোমারে নন্দলাল ॥

চিভেন।

জীবনো, মৌবনো, ধনো প্রাণো হরি,  
সঁপেছি সব তোমারে হে।  
বিপত্তে মধুসূদনো, আমা প্রতি কেনো,  
নিদরো জনার্দন হে ॥

মহড়া।

শ্যাম, তিলেকো দাঁড়াও, হেরি চিকণো  
কালো বরণ।  
শ্যাম তিলেকো দাঁড়াও।  
এ অধীনীর মনের মানস পুরাও ॥  
সাব মন বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,  
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও ॥

চিহ্নিত ।

নির্জর্জনে এমন না পাব সরসম ।

দায় নিশি যাক্, জ্যাক্ ওকর্জন ।

তাহাতে নহি খেদিতো, শুন ওহে ব্রজনাথো,

ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও ॥

অন্তরা ।

শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন !

তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥

চিহ্নিত ।

কোন্ রঞ্জে, পুরে ধনি, কুলদত্তীর মন,

কুল সহিতে হে করিলে হরণ ॥

কোন্ রঞ্জে, পুরে ধনি, রাখায় কর উদাসিনী,

সাক্ষাতে বাজাও শনি, আমার মাথা খাও ॥

—

মহড়া ।

এসেছো শ্যাম কোথা নিশি জাগিয়ে ।

শূন্য দেহ লইয়ে। এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে ॥

এখন কি হইল মনে, জিমতী বলিয়ে।

কি তাবিয়ে রাখানাথো, এখন হোলে উপনীতো,

কোথা করিলে এতাতো, জিরাধারে তেজিয়ে ॥

চিহ্নিত ।

কোন্ প্রাণে সে তোমারে দিলে হে বিদায় ।  
 ভূমিবা কেননে, তেজে, আইলে হেথায় ॥  
 বিদরে আমারে বুকো তব মুখ হেরিয়ে ।

বিয়হ ।

মইড়া ।

তোমার আশাতে এ চারিজন ।  
 মোরো মনো প্রাণো অবশো ময়ন ॥  
 আছে অতিকূতো হোরে সর্বক্ষণ ।  
 দরশো পরশো অনিতে সুভাবো,  
 করিতেছে আরাধন ॥

চিহ্নিত ।

অন্য রূপে অধি না হেরে আর ।  
 অবশো প্রাণো ভূমি জুড়াবার ॥  
 শয়নে স্বপনে, মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন ।

অন্তরা ।

প্রাণ, ইহারো কি বলো উপায় ।  
 আমি যে চৈকিন্দ্রিয় বিবশো দায় ॥

চিহ্নেন ।

অস্থিরো হোনো এ চারি জনে ।

প্রবোধি প্রবোধ নাহি মানে ॥

ইহার বিহিতো, যে হয় তুরিতো, কর প্রেরসি এখন্ ।

অন্তরা ।

প্রাণ, জীবনো যৌবনো ধনো ।

এতো চিরোগদো নহে জানো ॥

চিহ্নেন ।

এ তুমি শুনেছো জানতো প্রাণো ।

অল্পগতেরো রাখো সম্মানো ॥

ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি, কর সুধা বিতরণ ॥

অন্তরা ।

প্রাণ্, এরূপো আশ্বাসো কথায় ।

বল কি কল আছে তার ॥

চিহ্নেন ।

প্রতি দিনো আসি বিমুখে বাই ।

নিরুত্তি না হয় এ আশা বাই ॥

তুরিতে সাত্ত্বনা, কর সুলোচনা,

আরো না সহে বাতন্ ।

বহুভাষা

ওহে বার বার আর কেন জানাও আদায় ।

বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশয় ॥  
তুমিতো আমারি আছে গিয়েছো কোথায় ।

চিভেন ।

সুখে থাকো, মনো রাখো, এখন এই চাই ।  
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই ॥  
তুমি যত ভালো বাসো তাবে বুঝা যায় ।

অন্তরা ।

ওহে তোমারো ও গুণো প্রাণো,  
থাকুকো তোমার ।  
ও বাতাসো যেন হে না লাগে কারো গায় ॥

চিভেন ।

তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাবো আর ।  
হেন অসাধার গুণ আছে কার ॥  
বিবিধ রূপেতে আমি কেনেছি তোমার ।

অন্তরা ।

যদি নারী হোয়ে করে কেউ, প্রেম অভিলাস ।  
তোমার মতন রসিক পেল, পুরে তারো আশ ॥

চিভেন ।

যেকোনো সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে ।  
কব কেনমে, শুধু, সেই জানে ॥  
এক সুখে তব গুণো, কোরে না কুরার ।

অন্তরা ।

ওহে বত দিনো, দেহে প্রাণো, থাকিবে আমার  
যুধিব ঘোষণা আমি নিরন্ত তোমার ॥

চিহ্নেন ।

তুমি যেমনো, সজ্ঞানো, রসিকেরো শেষ ।  
জানি সবিশেষ, নাহি দোষোলেশ ॥  
তোমারো রীতো, চরিতো, জাগিছে হিরায় ॥

অন্তরা ।

তুমি যুগান্তে জাননাকো শঠতা কেমন ।  
আহা মরি মরি তব, কি সরলো মন ॥

চিহ্নেন ।

রঘুনাথো বলে কেন, ও বিধুমুখি ।  
কি দোষো দেখি, হোয়েছো দুখী ॥  
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছো উহার ।

মহড়া ।

এত দুখো অপমান, মাধেরো পীরিতে প্রাণ ।  
নিতি নিতি প্রাণো, হুতনো আগুনো,  
উঠে না হরো নিকর ॥

চিহ্নেন ।

অতি সমাদরে, হুড়াধারো তরে,  
কোরেছিলেম পীরিতি ।

আবার সে সকলো গেলো, শেষে এই হোলো:

সদা ধোরে ধুলানি ॥

( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ,

তাকি বুচাতে কেহ পারে ।

নিদর্শন তোমারে ॥

শুনেছ কখনো, অদ্বারের মনিমো,

বুচে কি কুধে ধুলে পরে ।

চিহ্নেন ।

নিম্নতক যদি রোপণো হয়ো, শত তারো শরীরে ।

সে মিষ্ট রসো না হরো কখনো, নিজগুণ

প্রকাশো করে ॥

( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে ।

শুনলো স্বজনি, বলি তোমাকে ॥

শুনেছ কখনো, অদ্বারের মনিমো,

বসনে বসনো রাখে ।

চিন্তেন ।

প্রতিগমের চাঁদো, হরিকে বিদ্যোদো,  
নয়নে না দেখে, উদয় লেখে ।  
তৃতীয়ে চাঁদো, কিঞ্চিতে একাশো,  
চতুর্থীর চাঁদো জগতে দেখে ॥  
( অসম্পূর্ণ । )

মহড়া ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবনো যৌবন ।  
এমন প্রেমের সাধ, করে যেই জন ॥  
নে চাহেনা আমি তার যোগাই মন ।  
চিন্তেন ।

যে ধানেতে না রহিল, মানি জনার মান ।  
সে কেমন অজ্ঞান, তারে নাপে প্রাণ ॥  
সেবে কেন্দ্রে হয়ো গিয়ে কলহ তাজন ।

অস্তুরা ।

একি এণয়েরি রীতি সহি, শুনেছ এমন ।  
কেহ শ্রুখে থাকে, কেহ কুখে জালাতন ॥

চিন্তেন ।

নয়নে অগমে মনে, যে পারে স্মারায় ।  
সে জনো তাহার কিরে নাহি দ্বার ॥  
যাপি না পারে তারে হোতে বিশ্বাস ।



অন্তরা ।

সখি, পীরিতি পরম ধনো, জগতেরি সার ।  
সুজনে সুজনে হোলে, হয়ো ছারে খার ।

চিৎন

সামান্য খেদেরো কথা একি প্রাণো সই ।  
কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই ॥  
যরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন ।

অন্তরা ।

যারে ভাবিব আপনো সই, তার এ বোধো নাই  
এমনো প্রেমেরো মুখে, তারো মুখে ছাই ॥

চিৎন ।

হেন অরণ্য রোদনে, ফলো আছে কি ।  
এ হোতে সুখী একা যে থাকি ।  
মোরে বেঁধে করা কিনা প্রেমো উপার্জন ।

অন্তরা ।

যার স্বভাবো লম্পাটো সই, তারো কি এ বোধ ।  
আছে কি করিবে তব প্রেম অছরোধ ॥

চিৎন ।

অতি দুঃ উভয়েতে হওরা একেমম ।  
একপো মিলন, না দেখি কখন ।  
রহু বলে কোথা মিলে সুজনে সুজন ।

মহড়া ।

এই ভাষা সদা মনেতে ।  
 বিচ্ছেদে বা ঘটে পীরিতে ॥  
 হোতেছে এখনো, নূতনো যতনো,  
 কি হোলো কি হবে শেষেতে ।  
 চিতেন ।

প্রাণ, মন অনুরাগে, পীরিতি সোহাগে,  
 তাহি আলাপনেতে ।  
 বিনি আবাহনে ও বিধুবধো,  
 পাই সদা দেখিতে ।  
 হেন ভাবো যদি, থাকে নিরবধি,  
 তবে যাবে প্রাণ মুখেতে ।  
 ( অসম্পূর্ণ )

রাসু নৃসিংহ ।

রাম বসু ও হরু ঠাকুরের পূর্বে যে স-  
 কল কবির দল ছিল, তন্মধ্যে রাসু ও নৃসিং-  
 হের দল সর্বাঙ্গের প্রাণিক । এই দুই  
 সহোদরের এক দল ছিল, এবং উভয়ে-

রই(রাসু নৃসিংহের) নামে দল খ্যাত হইত।  
 অতএব দুই জাতীর মধ্যে কোন ব্যক্তি গান  
 রচনায় পটু ছিলেন, নির্ণয় করা সুকঠিন।  
 ইহাদিগের যে কয়েকটি গান প্রকাশিত  
 হইল, তৎপাঠে প্রতীতি হইবে যে যিনি  
 ঐ গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার  
 সুন্দর রচনাশক্তি ছিল।

রাসু নৃসিংহ ফরাসডাকার সন্নিকট  
 এক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার কা-  
 র্য্য কুলোদ্ভব ছিলেন। অন্যান্য ৬০ বৎসর  
 হইল তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

রাসু নৃসিংহ

মহত্মা।

ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ সখনে।

অঁখি হাসে পরাণে পোড়ে আঁকনে ॥

কি মোব বুঝিলে, রাখারে তেজিলে,

হুঁকীরে পুজিলে কিংকণে।

চিন্তেন ।

জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,  
তোমারো বকিম নয়নে ।  
ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,  
তোমারে ছুলালে কি গুণে ॥

অন্তরা ।

শ্যাম্, রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধনা,  
অতুল্য লাভণ্য রাখারো ।  
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজ! বিহারি,  
কি সুখে হোয়েছ নাগরো ॥

চিন্তেন ।

শ্যাম্, রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো,  
মজ্জেছ বাহার কারণে ।  
ওহে লক্ষ কুবুজারো, রূপেরো ভাগারো,  
জীমতী রাখারো চরণে ॥

অন্তরা ।

শ্যাম্, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে,  
আগমে বাহারো প্রমাণো ।  
যার গুণে গেয়ে, মুরলী বাজারে,  
নাম ধরে বংশী বদনো ।

চিঠিভাঙ্গা

শ্যাম্, কারি কুশাগুণো, করিতে সাধনো,  
সনাতনে। গেল কাননো।

ওহে এ কড় বেদনো, তেজিরে সে ধনো,  
অধনো রেখেছ যতনে ॥

অন্তরা ।

শ্যাম্, আপনারো অঙ্গ, যেমনো ত্রিতঙ্গ,  
কালির ভুজঙ্গ কুটিলে ।

কুব্জারো অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ,  
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে ॥

সিঁতেন ।

শ্যাম্, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গা জলে,  
রাধাকঙ্ক বলে নিদানে ।

এখন কুঁজী কঙ্ক বোলে, ডাকিরে সকলে,  
ভুবনো তরাবে ডুগনে ॥

অন্তরা ।

শ্যাম্, তেজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,  
সুবতী সকলি সহিলো ।

ভুজঙ্গ মাণিকো, হোরেনিগো ভেকো,  
মরমে এ ভুখো রহিলো ॥

চিঠিভাঙ্গা

শ্যাম্, প্রমীপেরো আলো, প্রকাশো পাইলো,

চক্ষুমা লুকালো গগনে ।  
ওহে গোখুরের জলো, জগতো ব্যাপিলো,  
নাগরো শুখালো তপনে ॥

মহড়া ।

প্রাণোনাথো মোরো, সেজেছেন শকরো,  
দেখসিরে প্রিয়ে মলিতে ।  
অপরূপো নয়নমো, আজু প্রভাতে ॥  
বুঝি কারো কাছে, ব্রজনী জেগেছে,  
নয়নো সেগেছে ঢুলিতে ।

চিৎন ।

পার্বতী নাথেরো, অর্দ্ধ শশধরো,  
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে ।  
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,  
চন্দনো সিন্দূর ভালোতে ॥

অস্তরা ।

হার! মথনেরো বিবো, তখিরে মহেশো,  
নীল কণ্ঠমেশে মিশানা ।  
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অচুণম,  
জগতে, রোয়েছে ঘোষণা ॥

চিৎন ।

আমার নাগরো, গিরে ছিলেন কারো,

কলঙ্ক সাগরে। মধিতে ।

কুরানে মন্থনো, এনেছেন্ নিশোনো,  
অঁখির অঞ্জনো গলাতে ॥

অন্তর।

হার! সে যেমনো ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা,  
গলে অশ্বিনাল। হুড়াতে ।

মখে কুম্ভ নাম, শিলায় বলে রাম,  
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে ॥

চিভেন।

পোহানে রক্তনী, এই গুণমণি,  
এগেছেন্ মন তুধিতে ।

গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে শুধা ঢালে,  
রাখা রাখা বলে বাশীতে ॥

হার! ত্রিলোচনে হরো, জগতে প্রচারো,  
এক চক্ষু যারো কপালে ।

কুম্ভপ্রমে ভোরা, পাগলের পারা,  
ধুতুরা অবণো সুগলে ॥

চিভেন।

ইহারো সেইমুখো, সশত্রু সহিতো,  
কন্দর অবণ সুগলে ॥

ত্রিলোচনো চিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো,  
রূপালে ককণো আঘাতে ॥

মহড়া ।

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,  
ওখানে এখনো যেওনা ।  
মানা করি কলহ আর বাড়িও না ।  
বিষাদের বাতি, জ্বলেছেন শ্রীমতী,  
তাহাতে আলুতি দিওনা ।

চিহ্নেন ।

নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,  
দুরারে দাঁড়িয়ে থেকনা ।  
কত নারীর সঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ,  
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁওনা ॥

অন্তরা ।

শ্যাম্, নিতি নিতি তবো, দেখিছে যে ভাবো,  
তখাচ সে সবো পামরি ।  
এ বারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো,  
যে ভাবে বোসেছেন কিশোরী ॥

চিহ্নেন ।

জিনি মেক গিরি, গান তরে তারি, মরিবার  
ভয় করে না ।



যদি গিরিধারী, হোতে চাই হরি,  
মনে করি রাখা পাবে না ॥

অন্তরা ।

শ্যাম, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,  
মোজে ছিলে কার প্রেমেতে ।

প্রভাতে কেমনে, আইলে এখানে,  
নিলাজো বদনো দেখাতে ॥

চিৎসন ।

সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,  
তোমারো মনেতে ছিল না ।

বিপক হাসাতে, এসেছো প্রভাতে,  
করিতে কপটো হলনা ॥

অন্তরা ।

শ্যাম, শরমে কি করে, বলিহে তোমারে,  
ঐমতী রাখার কথাটি ।

এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,  
সে খাবে রাখার মাথাটি ॥

চিৎসন ।

দিলে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটি,  
ঐমতী তো সে টি হৌবে না ।

তুলারে সে মাটি, দিবে ছড়া কাঁদি,  
ঐরাধার এটি কটকেনা ॥

মহড়া ।

সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয় ।  
উহাতে মজিয়ে নাহি স্থথেরো উদয় ।  
নন্দ হুঙ্করো, লোক গঙ্করো,  
কলক ভাজনে, হোতে হয় ।

চিহ্নন ।

এমনো পীরিত্তি কার, হাতে হবি, হৃদিকে ।  
ঐহিকো আর পখিকো ।  
নন্দ মন্দনো, দুখ হুঙ্করো, সদা বাধি মনো  
৩ রি পার ।

অন্তরা ।

অনিষ ভেজে গরলে মোজে, উগজে কি স্থথো ।  
বলক মোষণা জগতে, মরনো হোতে অধিকো ॥

চিহ্নন ।

হাতবো মজিরো মাঝে, রসরাজে, বসারে ।  
নেপিব অধি হৃদিয়ে ॥  
বিকারে সে পদে, কাঁথিব স্বদে,  
এলক বিচ্ছেদে নাহি ভয় ।

অন্তরা ।

মনেরে কোরে চাতক পাখী, রাখিব বিশেষে ।  
জলংদেহি জলংদেহি ডাকিব প্রেমেরো প্রয়াসে ॥  
চিভেন ।

ধজবজ্রাঙ্কশো, পদ, সে নীরদ হইতে ।  
জাহ্নবী হোলেন্ যাহাতে ॥  
সেই রূপা জলে, মনো ডুবালে,  
কালেরে করিব পরাজয় ॥

অন্তরা ।

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অকণো চরণো ।  
মনেরো তিমিরো বিনাশো, পাইলে কিরণো ॥  
চিভেন ।

হৃদে আছে শতদলো, সে কমল ফুটিবে ।  
প্রেমশীতলো ঘটিবে ॥  
মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত,  
সেই নামামৃত সুরা খায় ।

অন্তরা ।

অমির তার গরলো, ছুই রাখিরে সাক্ষাতে ।  
নয়ন দিল্লোহেন বিধাতা, দেখিরে ভঞ্জে ॥  
ভেজিরে এ সুরা রসো, কেন বিধো ভঞ্জে ।  
কলুবো কুপে ডুবো ॥

থাকিতে নরনো, অন্ধ যেই জনো,  
গেরে প্রেমধন সে হারায় ।

বিরহ ।

মহড়া ।

রসিক হইয়ে এমনো কে করে ।  
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবারে,  
বঙ্গ দেখ গিয়ে, দাঁড়ারে দূরে ॥  
চিহ্নেন ।

প্রাণ, তুমি হে লম্পটো, নিতান্ত কপটো,  
প্রকাশিলে শঠো খল আচারে ।  
মহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা,  
কোরেছে সর্বথা নিজ জনারে ॥

অস্তুরা ।

প্রাণ, আরো একো শুনো, বচনে তোমার ।  
দাঁড়ালেম্ কুলের বাহিরে ।  
প্রাণ তুমি কেনে শুনে, বিরহ তুকানে,  
ভাসালে একনে, হলদা কোরে ॥

চিহ্নেন ।

তোমার চরিত, পমিকো যেমত,  
হোলে আক্লিষ্ট, বিখ্যাস করে ।

শ্রান্তি দূর হোলো, যার সেই চোলো,  
পুন নাহি চায় কিরে ॥

মহড়া ।

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা !  
যুচাও আমারো মনেরো ব্যথা ॥  
করিলে শ্রবণো, হয় দিবা জ্ঞানো,  
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা ।  
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,  
প্রীতি প্রয়োগে, বুড়াব মাথা ॥

চিহ্নেন ।

আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,  
তুমি নাকি জানো, প্রেমবারতা ।  
কাপটা তেজিয়ে, কহ বিবরিরে,  
ইহারো লাগিরে, এসেছি হেথা ॥

অন্তরা ।

হার ! কোম প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো টবরাগী  
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে ।  
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,  
ভাগীরথী আনে, ভারত দুমে ॥

চিহ্নেন ।

কোম প্রেমে হরি, বোধে ব্রজসারী,

গেল যমুপুরী, কোরে অনাখা।  
কোন প্রেম কলে, কালিন্দীর কলে,  
রূপদ পেল, মাধবী লতা ॥

—০০—

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

হরঠাকুর ও রাম বনুর পর কবিওয়াল-  
দিগের মধ্যে নিত্যানন্দ বৈরাগী বিশেষ  
প্রসিদ্ধি লাভ করেন কিন্তু তাঁহার স্বর-মা-  
ধুরিই এই প্রতিপত্তির নিদান। নিত্যানন্দ  
ষাটশ সুরগায়ক ও সদ্ভক্তা ছিলেন, গান  
রচনার তাদৃশ পটু ছিলেন না। গোর  
কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর ইহঁদের দলে গান  
দিতেন; এই দুই ব্যক্তি গান রচনার নি-  
তান্ত মজ্জা ছিলেন না—মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ  
সুরম পুরিত বাক্যচ্ছটা প্রদর্শন করিয়াছেন।  
আমাদের ইচ্ছা ছিল নিতাই দাসের  
নাম নিরাক্ষিত না করিয়া রচয়িতা গণের  
নাম দিয়া গানগুলি মুদ্রিত করিব। এই

রূপ করিলে সংগ্রহের সার্থকতা হইত।  
কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিলেও কোন্ গানটি  
কাহার রচিত নির্বাচন করা কঠিন হইল;  
সুতরাং নিত্যানন্দের রচিত না হইলেও  
তাঁহার দলে গীত হইত, এই অনুরোধে  
শিরৌভাগে তাঁহারই নাম যুক্ত হইল।

চন্দননগর নিত্যানন্দের জন্ম স্থান।  
ইনি ১১৫৮ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২২০  
সালে দেহত্যাগ করেন।

### সখীসংবাদ।

সহসা।

বধুর বাণী বাজে বৃষি বিগিনে।  
শ্যামের বাণী বাজে বৃষি বিগিনে।  
নহে কেন ভদ্র, অবশে হইলো,  
সুখা বহিষিলো অবশে।

চিৎসন।

হৃদ্য ডালে বসি, পক্ষী অগণিতো, জয়বতো,  
কোক করণে।

যমুনারো জলে, বহিছে তরঙ্গ,  
তক হেলে বিনে পবনে ॥

অলরা ।

একি একি সখি, একি গো নিরখি,  
দেখ দেখি সবো গোধনে ।  
তুলিয়ে বদনো, নাহি ধায়ো কৃণো,  
আছে যেন হীন চেতনে ॥

চিতেন ।

হার! কিগেরো লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে,  
উঠি চমকিয়ে সঘনে ।  
অকস্মাতো একি, প্রেনো উপজিলো,  
সলিলো বহিছে নয়নে ॥  
আরো একো দিনে, শ্যামেরো ঐ বাঁজী  
বেজেছিল কাননে ।  
কুনো লাজো ডরো, হরিলে তাহাতে,  
মরিভেছি ওক গঞ্জন ॥

মহড়া ।

রাধারো বধু, তুমিহে,  
আমি চিনেছি তোমার শ্যাম রায় ।  
রা আর যেন ঘোরেরে হে মধুরায় ॥



রাখালেয়ো বেশো লুকায়োছো ইধু,  
বাকা মরম লুকাবে কোথায় ।

চিভেন ।

এত অধেষণ, করিয়ে যোহন,  
মরলম পেলেন্স তাগোদয় ।  
পাঠালেন কিশোরী, ওহে বংশীধারি,  
প্রভারণা কোরোনো আমার ॥

অন্তরা ।

এত যে যুরারি, জামাঘোড়া পরি,  
বাহু দিলে গজ পরেতে ।  
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রূপো ঠামো শ্যামো,  
চাকা নাহি যার তাহাতে ।

( অসম্পূর্ণ । )

যন্ত্রাংশ ।

ওহে রুক, রাই কেন রুকবর্ণ ব্রজে হলো ।  
হুবুজা হুৎসিতা নারী, হোলো নৃন্দরী,  
হেমাবিনী জীরাধার জীঅঙ্গ কালো ॥

চিভেন ।

জীহুকের ঐতি হলে দূতী বিমর বাক্যেতে কর  
ফালার্চান, কিছু ব্রজের সংবাদ, শুনো দয়ামর ॥

রাগারো রূপেরো গোঁরব কত ছিল শ্যাম ।  
সেই রূপে, এগন সৌপে, তোমার প্রেমে হৃদ্যাবন ধাম ॥  
গমনো কালেতে, কহনোরো রাজ্যোতে,  
রাহ বেন আসি নশী ঘেরিলো ।

অন্তরা ।

তাই জানতে এসেছি, বলতে এসেছি,  
বলতে হবে তোমারে ।  
কিসে এমন হোলো, কিসে সে রূপ গেল শ্যাম,  
হায় হায় কি কালো মংশিলো রাগারে ॥

চিহ্নম ।

যে দিন হইতে মথুরাতে, করিলে পদার্পণ ।  
সেই হোতে প্যারী ধরনীতে করেছে শয়ন ॥  
তোমার প্রেমের দায়ে রাগার এই হোলো ।  
কুলে কালী, নামে কালী, ছিল রূপ তাও কালী হোলো ।  
সে যে ডেকে ডাখুল বেনী, ওহে চিন্তামণি,  
ঈশতীর জীঅজ ভূমে মিশালো ।

মহড়া ।

যদি হৃদ্যাবনে এসেছেন হরি ।  
তোমার দয়া কোরে ওগো কিশোরি ।  
নবে বেলি ছেরি গিরে রূপো মাধুরি ।

কেমনে গো বিলম্ব করো, ঐ দেখ বংশীধরো,  
রাখা রাখা হোলো সঙ্গী বাজাতেছে বাঁশরি ॥

চিহ্নেন ।

-বিধাতা সাজালেন শ্যামে অতি চমৎকার ।  
বারো একো সাধো ছিল, জীবন্তী রাখার ॥  
জীকন্ঠের চরণে দিতে তুলসীর মঞ্জরী ॥  
অন্তরা ।

হার কাননেতে শুকলতা, ছিল শুধারে ।  
সকলে প্রফুল্ল হলো বঁধুরে পাইয়ে ।  
চিহ্নেন ।

কোকিল পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান্ ।  
কমলে বসিয়ে অলি করে মধুগান্ ॥  
আনন্দে মগন হোরে নৃত্য করে ময়ূরী ॥

মহড়া ।

সখি এই বুঝি সেই রাখার মনোচোর,  
মটবর বংশীধারী ।  
তেজে সেই রম্যাবন, শ্যাম এনেল এখন, মধুপুরী ॥  
আমা সব পাশে কটাক্ষে চেরে,  
কোরে মিলে চিহ্নাচুরি ।

চিড়েন ।

মধুরা নাগরী কহিছে সবে, কুখোরো রাবণা হেরি ।  
অক্রুর সহিতে, কে এলো রথে,  
কালো রূপে আলো করি ।

অসুরা ।

অবগে যেমন শুমেছিলাম মই,  
দেখিলাম আজ নরনে ।  
অঁধি মনেবো বিবাদ আমার বুচে গেল এত দিনে ।  
চিড়েন ।

এত গুণো রূপো না হোলে মপি,  
গুণময় হয় কি হরি ।  
এমন মাধুরী, কছু নাহি হেরি,  
আহা মরি মরি মরি ॥

(অসম্পূর্ণ ।)

মহড়া ।

কমলিনী কুঞ্জে কি কর ।  
ভোমার সব এমন ডাকিলো ।  
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো ॥  
মধুরাতে যাবে কক এই, নন্দের ডেরী বাকিলো ।  
চিড়েন ।

মহরী কহে কিনারি, ব্রজে এমনি হইলো ।

মধুরা হইতে, ঐশ্বর্য়্যে ঘোরে দিতে,  
অক্লান্ত আইনো ॥

অন্তরা ।

সে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমার আদরিণী  
বলে ব্রজতে ।

সে শ্যাম সুন্দর, মধুরা মগরে যাবে মিলি প্রভাতে ।  
চিতেন ।

সেই বংশীধারী, বাবে গো প্যারী,  
তোজে গোকুলো ।

মধুবলে রাধা রাধা বোলে, কে বাঁশী বাজাবে বোলে

মহড়া ।

সে কেন রাহারে কলঙ্কিণী কোরে রাখিলে ।

স্বখিতে নারি সখি, শ্যামের এ মীলে ।

হারকা হইতে আসি জিহরি,

মোণদীর সজ্জা নিবারিলে ।

চিতেন ।

ইহা যত্ন তব কোরে সহি

যে কলো গিরি ধরিলে ।

মিলি বংশ ধের করণে, মিলি বাহাতে

ব্রজার বন কুলোলে ।

অন্তরা ।

হার দেখে ঐশি সখি,  
 যোগজন্ম যারে সদা করে ধ্যান ।  
 বাহারে বাঁশীর গানেতে, হরনা বহে উজান ।  
 যার বেণুরবে খেঁচু সব, ধার পুঙ্খ তুলে ।  
 যারে দরশন করিতে, হরপার্বতী,  
 আসিতেম্ এই গোবুলে ।

অন্তরা ।

হার, ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি,  
 কর দেখি তাহা ঐশিধান ।  
 বাহার গুণে পশু পক্ষির, ঝরিতে ছুটি মরান ॥  
 চিতেন ।

সীতা উদ্ধারিতে যেকন, হলেতে তামানে শিলে ।  
 যার পদ রেণু পরশে দেখে,  
 অহল্যা মামবী দেহ পেলে ।

অন্তরা ।

হার, সবে বলে দরামর, পঞ্চ পাণ্ডবের  
 সখা ঐহরি ।  
 ঐশের বড়নে হোলেন যদি রাজার হারেতে দারী ॥  
 চিতেন ।

হিরণ্য বহিতে যেকন, সুসিদ্ধ রূপ হরিলে ।

অক্লান্ত ভক্তের কারণে হরি, স্মৃটিকেরি  
ভক্তে দেখা দিলে ।

অন্তরা ।

হার, ত্রিপুরারি হার নাম, জগে অবিশ্রাম,  
মিথ্য বজলী ।

বীণাযন্ত্রে যার গুণে গার, সেই নারদ মুনি ।

চিহ্নেন ।

শমন মমন হয় হার নামে, রামজী নামে বনে  
বৈদ্য ভাবে যেজন কোরেছিল কোলে,  
গুহক চণ্ডালে ॥

মহড়া ।

তোমা বিদ্যা গোপীনাথ, কে আছে গোপিকার ।

জিন্মের সন্দান হুক, কোথা হে আমার ॥

ভবে ব্রজহরি, মরে রাধাপারী,

দেখা দিলে আশ রাখ একবার ।

চিহ্নেন ।

দীর্ঘক, হৃদযতনো, অক্লান্তনো অদ্বৈত বনো ।

কেন হোলে হে, কেন নিদ্রাভনো ।

কল্যাণে গারো, কল্যাণে গারো ।

রাধার ভার কি হোসে এত ভার ॥

( অসম্পূর্ণ )

মহড়া ।

ও যে, কৃষ্ণচন্দ্র রায় । হের না ও বয়ান ।  
 রেখো সখি, ছুটি অঁখি, কোরে সবধান ।  
 ও পুরুষো, করে নাশো, নারীর কুলোমান ॥

চিহ্নিত ।

নবঘন শ্যাম রূপ, মরি কি বকিম নয়ান ।  
 রাধার মনোমোহন মুরলী বয়ান ।  
 মোজনা রূপসি, কালো শনি দেখে রূপবান ।  
 ( অসম্পূর্ণ )

মহড়া ।

মনের আনন্দে, গো হৃদয়ে চজ,  
 জীবনে, হরি দরশনে ।  
 একাকী রাধার সেখানে ।  
 উভয়েতে হেরি গিরে, বুড়ার উত্তর ।  
 ইহাতে হইবে কত সুখোদয় ।  
 মনেহো ভিমিরো যাবে মনো মিলনে ।



[ ১২০ ]

চিঠিভর ।

সাজ নো সাজ নো সাজ, সাজ তুরিতে ।  
 সুরিজে চন্দ্রকলতা, আঁরো সাজিতে ।  
 রসদেবী রসদেবী গো, যত সুখীগণ ।  
 আমার সঙ্গিতে তবে করহ গমন ॥  
 রাধা বোলে রাজে বাঁশী সুরি অবধে ।  
 (অসম্পূর্ণ)

বহুত ।

কুনি কুনি বোলে ডাকো একবার ।  
 শুনে কোকিলে শুন শুন,  
 সুরি শুন মিনতি আমার ।  
 হরি হারা হোরে আঁফো সোনে বসিয়ে,  
 বহু বহু শুনিলে যে আর ।

চিঠিভর ।

এই দেখো হৃদ্যবনে, বসন্ত এলো ।  
 দীর্ঘবে রোয়েছ কেন ওরে কোকিলো ।  
 হরি ওণো গানো, শিক কররে এখন,  
 প্রাণে আঁণো কুড়াক জীরাধার ।  
 (অসম্পূর্ণ)

## বিরহ ।

মহড়া ।

সই, কি কোরেছ হায় !

তোমারো সরলো প্রাণ সঁপেছ কাহার ॥

চেননা উহারে প্রাণো সখিরে ,

কত রমণীরো বোধেছে জীবনো,

ঐ শঠ জনো, পীরিতি কোরে।

চিহ্নে।

নরনেরো বশো হোয়ে প্রাণ সখি,

পোড়েছ যে দেখি, বিষম করে ।

হৃদয় মণ্ডলে, কারে দিলে স্থান,

পূর্ববো পাষাণো, চেননা ওরে ॥

ভুলিলো যেমনো, রমণী সৃজনো,

তোমার এগুণো কেবা বুঝিবে ।

ও যে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো,

পরেরে মজারে সদাই করে ।

( অসম্পূর্ণ )

মহড়া ।

পীরিতি নগরে বিষমো সখি,

মনোচোরেরো যে ভয় ।

বসতি ইহাতে দায় ।

নয়নে নয়নে সজানো, মনো অনলি হরিরে নয় ।

( ট )

চিহ্নিত।

সঙ্কল্পে করিয়ে মনোচোর,  
 ভ্রমিছে নগর ময় ।  
 কুলেরো বাহিরে হোওনা, থেকে  
 সারধানে লো সদাস ॥  
 ( অসম্পূর্ণ )

মহড়া।

প্রেমসি তোমার প্রেমধার আমি শুদিলে কি তাহ  
 শুধিতে পারি।

এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি ।  
 তুমি যে থনো খাতকে, দিয়েছ করজো,  
 পরিশোধে তাহা পরাণে মরি ।

চিহ্নিত।

মন বাঁধা রেখে, তোমারো স্থানে,  
 লইলাম প্রেম করজো করি ।

সে ধারো উদ্ধারো হইবে কেমনে,  
 লাভেযুলে হোকো দ্বিগুণো তারি ॥

( অসম্পূর্ণ )

মহড়া।

কমল কম্পিতে পরমে ।  
 আমি কতিরো প্রাণে ॥

চিঠেন।

এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।

এমনো দেখিলে কভু ঘটিতে উৎপাত।

অস্থির নলিনী, প্রাণে সহ্যে কেমনে।

অস্তুরা।

হায় যে দিনে নলিনী হেলে, মধুকরে ধার।

পবনেতে বাদে সাধে বসিতে না পার।

চিঠেন।

হায়! গুন্ গুন্ করে কাঁদে অলি অধোবদনে।

ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে।

অলিরো দুর্গতি দেখি হানে তপনে।

মহড়া।

আমার মনো তাহে যারে, তাহারো রূপ নিরখিতে

ভালবাসি।

যেবা যার প্রাণে প্রেমিনী।

মরমে চকোর, পিয়ে সুধা বারো।

সেই জনো তার মরম শশি।

চিঠেন।

তব কিম্বদন্তি হেরিয়ে আমার দু'চিল মনের

ভিষিক বাশি।

যে হরো অন্তরে, কহিব কাহারে, সুখ সিদ্ধিনীয়ে  
অমনি তালি ।

হারি কাল কলবরো, দেখিতে ভ্রমরো,

তাঁহে ষট্‌পদো কুৎসিত অতি ।

এ তিন ছুবনে, সকলেতে জানে,

নলিনীরো মন তাহার প্রতি ॥

মহড়া ।

পীরিতে নই, এমন বিবাগী হই,

ভাবি তারো সুখ নিরখিব না ।

এ যুখে তারে দেখাব না ॥

বিরহে প্রাণ গেলে, তবু কথা কব না ।

পুনো হোলে দরশনো, করয়ে কি গুণো,

তখনো সে ননো থাকে না ।

চিহ্নেন ।

সখি না জানি কি কহেন, সে লক্ষ্যটো নহে,

হইলো বিধিরো ঘটনা ।

অন্তরে সদা ঈশাস্য, দিবা নিশি এ ভাবনা ॥

সখি হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ,

কারী হোলে দেখ দেখনা ।

মহড়া ।

আমি তো সজ্জন জানি এই,  
যে ভালোবাসে ভাল বাসি তার ।  
পরেরি মনে কোরে প্রণয় ।  
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,  
পর যদি আপনারি হয় ।

চিহ্নিত ।

অন্তরা ।

আমারে যেজন করয়ে নমতা,  
সরলতা ব্যাভারেতে মই ।  
আমারি কেমন স্বভাব গো সখি,  
বিনা মূলে তার দাসী হই ॥

( অসম্পূর্ণ )

মহড়া ।

কোথা রে সুবতীর ঘোবন,  
তোমা বিনে নারীর মান গেলো ।  
নবীন কালে দেহে ছিলে,  
প্রবীণ কালে কোথা গেলো,  
তোমার হোয়ে হারা, হোয়েছি কাঁতরা,  
আপন বঁধু এখন পরের হোলো ।

চিহ্নিত ।

নবীন বয়সে, বৃদ্ধরসে, দিনে দেখা  
হোতো শত বার ।

নীরস নলিনী বোলে এখনু দমর চার না  
ফিরে একবার ।

আগে প্রাণ হোলো, তার পরে হোলো  
যৌবন ঘটনা ।

বিধাতার একি বিবেচনা, যৌবন গেল,  
প্রাণ তো গেল না ।

আমি কি ছিলেম, কি হোলেম,  
আরো বা কি হই, অনুতোপে তরু শুখালো ।

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া ।

আমি তোমার মন বুঝিতে, কোরেছি মাম ।

দেখি আমার কেমন তুমি ভাল বাসো প্রাণ ॥

মমে আমার একবারো, নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান ।

অন্ধরে হরিষো, মুখেতে বিরসো,

কপটে খুরিছে এ ভুটি ময়ান ।

চিহ্নিত ।

তুমি বল প্রেরণি আমি তোমার প্রেরণীম ।

অন্য সারী সহ বাস, নাহি কোন দিন ।

প্রত্যক্ষ সে কথা, করি ঐক্যতা,  
সরলো কি তুমি পুরুষো পাশান ।

মহড়া ।

পর্যাণে থাকিতে প্রেরণী তোমারে কি  
তেজিতে পারি ।

এমতি মনেতে কেন তাব সুন্দরি ।

কি তব মনেতে, হইলো উদয়ো, ইহারো কারণো,  
ঝুঝিতে নারি ।

চিভেন ।

হীলা ছলো করে নয়নো, দেখে প্রাণো  
ধরিতে নারি ।

কি দ্বগ ভাবিয়ে, রয়েছে বসিয়ে,  
বিধুযুথো মলিনো করি ॥

গোজলা গুঁই ।

এসো এসো চাঁদবদনি ।

এ রসে নিরসো কোরো না ধনি ।

তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,

তুমি কমলিনী আমি সে ভঙ্গ,

অম্বুমানে বুঝি আমি সে দুজঙ্গ,

তুমি আমার তার রতন যনি ।



তোমাতে আশা করি একই কারা,  
আমি দেহ প্রাণ তুমিলো ছায়া,  
আমি বহা প্রাণী তুমিলো মায়া,  
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥

কুমারচন্দ্র চন্দ্রকার ।\*

মহড়া ।

হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে ।  
ভাল প্রেম করিলে ॥  
হইরে ভূপতি, কুবুজা কুন্তী, পাইরে জীপতি,  
জীমতী রাধারে রহিলে ভুলে ।

চিতেন ।

শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে স্ববীকেশ,  
রাখালের বেশ, এখন কোথা লুকালে ।  
মাতুলো বধিলে, এতুলো করিলে,  
গোপো গোপীকুলে, গোপকুলে অকুলে ভাসারে  
দিলে ॥

(অসঙ্গুন ।)

কেউ মুচি ।

## লালু মন্ডল।

—০০—

মহড়া।

হোলা এই সুখো লাভ পীরিতে ।  
চিরদিন্ গেল কাঁদিতে ॥

চিতেন ।

হেঁয়ছে না হবে কলক আমার,  
গিয়েছে না যাবে কুল ।  
ডুবেছি না ডুব দিবে দেখি, পাতাল কত দূর ।  
শেবে এই হোলো, কাণ্ডারি পালানো,  
তরুণি লাগিলো ভাসিতে ।

অন্তরা ।

ধনো প্রাণো মনো যো বনো দিবে,  
পূরণো লইলাম যার ।  
তবু তার মন পাওয়া সখি, আমার হোলো ভার ॥  
না পূরিলো সাধো, উদরে বিচ্ছেদো,  
বিচ্ছে পূরিলো জগতে ॥

## নীলমণি পুটনি।

মহড়া।

আর সতেনা কুহুম্বর, ক্ষেমা দে পিকবর,  
ফাকিস্ নে ঐক্য বলে।

শুধু রে নিরদয়, এত স্তম্ভের সময় নয়,  
প্রাণে মরবে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে।

ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নো জলে।  
হোরে রুখ শোকে শোকাকুল, কি গোপ গোপী  
পশু পক্ষকুল, বিরহে সকলি ব্যাকুল।  
তেজে বকুল ঘুকুল, অধীর অলিকুল সব,  
কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে।

চিঠেন।

বসন্ত ঋতু এসে মনেনো ব্রজে হইল উদয়।  
বিরহে ব্যাকুল হোরে রুদে,  
কোকিলের প্রতি কেনে কর।  
প্রাণের রুখ ছেড়ে গিয়েছে।  
রুখ বিরহিনী, রুখ কাজালিনী,  
বুলাতে পোড়ে রোরেছে।  
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে, অসঙ্গ অহীনে রাই,  
ভারে কি হবে মধুর ধনি শুভালে।

অস্তুরা ।

এমন দুখের সময়, কোকিল পাফিরে,  
ফেনে তুই এলি রাধার কুঞ্জে ।

ব্রজনাথ অভাবে, ব্রজের ঈরাই,  
কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে ॥

চিঠেন ।

অথবা ধরাননে পোড়ে রাই, চক্ষের জলধারা বয় ।  
এ সময় স্থাপক হও পক্ষ, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় ॥  
এই ভিক্ষা করি পিকবর ।

বধিস্নেহে কুল জা, সম্মুখ থেকে যা,  
দুখিনীর কথা বক্ষা কর ।

কোকিল দেখলি তো স্বচক্ষে,  
মরণের অপক্ষে আর নাই,  
হোয়ে রোয়েছি জীবনাত্ম্য সকলে ।

কুমারমোহন ভট্টাচার্য্য ।

মহড়া ।

কও কথা বদন ছোলা হও সদয় এই ভিক্ষা চাই ।  
রাধার অটোরো, এমেল অপারো,  
তোমার কংস রাজ্যে অংশ লোভে আসি নাই ॥

অধোমুখে যদি থাক শ্যাম, কুবুজার দোহাই  
তোমার মহাল্য বদনে নাই রহস্য,  
কেন হে দাসীর প্রতি ঔদাস্য ।  
তোমার চন্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য,  
যেন সর্বশ্য লোতে এলেম্ তাব্হো তাই ॥  
চিহ্নেন ।

রুদ্রিণী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা,  
বাক্য ছলে কুণ্ঠে কর ।  
হিলে নব্য বাখাল, হোলে ভব্য ভূপাল,  
সভ্য এখন কংসালয় ।  
আমার এই দশা আমি এখন সেই রুদ্রে,  
বিক্রীত শ্রমতীর পদারবিন্দে ।  
পারোতে চিন্তে, কেন সচিন্তে,  
তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি চিন্তা নাই ।

সাতুরায় ।

মহড়া ।  
তাই সুখাই গো সুখায়ি রাই তোমার ।  
হোলে বিরাগী কি বিরাগে, কি ভাবের অকুরাগে,  
অনিরাক্ষর হয়ে তব রাসা পার ॥

ও যে ধনা ঘটপদ অন্য দিগে নাহি চায় ।  
 কতো প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে,  
 তাহে সুখে নাহিকো ভুঞ্জে,  
 পাদপদ্মের সুধা, মুচেছে অন্য সুধা,  
 মুখে জর রাধে শ্রীরাধের গুণ গায় ॥

চিতেন ।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে,  
 রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয় ।

ভঙ্গি হেরি চমৎকার, রঙ্গে বুঝে মার,  
 চঞ্জযুগীর প্রতি কয় ।

ওগো রত্নদেবি একি রত্ন,  
 পদোপান্তে কেন স্রমে ভঙ্গ ।

ও যে সাধিছে সাধের কাজ, কি সাধে অনিরাঙ্গ,  
 পদপঙ্কজ রঙ্গ মাখে গায় ।

অন্তরা ।

ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য,  
 এ আশ্চর্য অলি কোথাকার ।

হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার ।

অরণ্যের অলি বসো, কি জনো ব্যাকুলো,  
 জনো শুধালে না কর ।

অতি কুণ্ঠিতরো প্রান্ত, লুণ্ঠিত ধূলার,  
কললে ভবাজে আশ্রয় ॥

ভুকে শুধাও দেখি গো রাজকন্যে,  
অনির ঘাঞ্জা কি ধনের জনে) ।

করে ব্রজাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন.  
সে ধন পেলে আবার কি ধন চার ।

### হক্কাঠাকুর ।

(অনবধানতা প্রযুক্ত হক্কাঠাকুরের এই গানটী  
যথা স্থানে মুদ্রিত হয় নাই) .

নহড় ।

রহিল না প্রেম গেমগনে ।  
হোলো প্রকাশিতে ভাল নায় ॥  
কুলকলকী লোকে কয় ।  
আগে না বুঝিয়ে, পীরিতে যজিয়ে,  
অবশেষে দেখে আগে যার ॥

চিহ্নেন ।

আমি তাবিলাম আগে, যে তর অন্তরে,  
যটিল আমারে সেই তর ।

গৃহেরো বাহিরো, না পারি ছইতে,  
নগরেরো লোকো গঞ্জনায়ে ॥

অন্তরা ।

হায়, কত জনে কত, বলেছে নাগো,  
মোরে থাকি মরমে ।  
বদনো তুলিয়ে কণা নাহি কই মরমে ।

চিহ্নেন ।

হায় ! কি পুরুষো নারী, করে ঠাঠাঠরি  
যখন তার দেখে আমার ।  
হাবি কোথা গান, লাজে মোরে যাই,  
বিনয়ে ধরনী যাই তার ।

হায় ! হৃদয়ো মাঝারে লুকায়,  
সদা রাগিণ প্রেমো রতনে ।

কি জানি কেননে সখা, তথাপি,  
লোকে জানে ॥

চিহ্নেন ।

হায় ! পীরিতেরো কিবা সৌরভো আছে,  
সে সৌরভো মম অঙ্গে রয় ।



। : ४७ ।

কলক.পদনে মডেয মে বাদমা.  
বিপিনলে জগতে।মা ॥

—০০—

সমাপ্তঃ ।





